POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

'যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে , অতঃপর তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না।'

(আল-বাকারা: ২৬৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 33

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 16 আগস্ট , 2018 4 যুল হাজ্জা 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

পাহাড়, পর্বত ও সমতল ভূমির প্রতি অণুপরমাণু, নদী ও সমুদ্রে প্রতিটি জলবিন্দু, বৃক্ষ ও উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম অংশ এবং মানব ও জন্তুর প্রতিটি পরমাণু খোদাতালাকে চিনে, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁহার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছে।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

ইঞ্জিলে এইভাবে বলা হইয়াছে যে, তোমরা মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে পুণ্য কাজ করিও না। কিন্তু কুরআন শরীফ বলে এইরূপ করিও না যাহাতে তোমাদের সকল পুণ্য কর্ম মানুষের নিকট গোপন থাকে। যখন বুঝিবে যে, কোন সৎকর্মে গোপনে করা তোমার আত্মার জন্য কল্যাণকর, তখন তাহা গোপনেই করিবে। যখন দেখিবে যে, কোন সৎকর্ম প্রকাশ্যে করা সাধারণের জন্য মঙ্গলজনক, তখন তাহা প্রকাশ্যেই করিবে। ফলে, তোমরা দ্বিগুণ পুণ্যের অধিকারী হইবে এবং যে দুর্বল প্রকৃতির লোক কোন পুণ্য কার্য করিতে সাহস করিত না, সেও তোমাদের অনুকরণে তোমাদের মত পুণ্য কার্য সাধন করিবে। মোট কথা, খোদাতালা তাঁহার 'কালামে' বলিয়াছেন- سِرًّا وَّعَلَانِيَةً অর্থাৎ গোপনেও খয়রাত (দান) কর এবং প্রকাশ্যেও কর। *(সূরা বাকারাহ ঃ ২৭৫ আয়াত)* এই সমস্ত আদেশের তাৎপর্য তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। ইহার প্রকৃত মর্ম এই যে, কেবল উপদেশ দিয়াই নয় বরং স্বীয় কার্যকলাপ দ্বারাও লোকদিগকে উৎসাহিত কর। কেননা, সকল ক্ষেত্রেই বাক্য ফলপ্রসূ হয় না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শই কার্যকরী হয়।

ইঞ্জিলে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রার্থনা করিতে হইলে আপন কামরার ভিতরে যাইয়া কর। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, সকল সময়েই প্রার্থনাকে গোপন করিও না, বরং কোন কোন সময় লোকের সম্মুখে আপন ভাইদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যভাবে প্রার্থনা কর, যেন কোন প্রার্থনা গৃহীত হইলে সকলেরই ঈমানের উন্নতির কারণ হয় এবং অন্যান্য লোকও প্রার্থনার দিকে আকৃষ্ট হয়।

ইঞ্জিল এইভাবে দোয়া করিতে শিক্ষা দিয়াছে যে, হে আমাদের পিতা যে আকাশে আছ! তোমার নামের গৌরব বিঘোষিত হউক, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক, তোমার ইচ্ছা যেরূপ স্বর্গে পূর্ণ হইয়াছে, তদ্রুপ মর্তেও পূর্ণ হউক। অদ্য আমাদিগকে আমাদের দৈনন্দিন আহার প্রদান কর এবং আমরা যেরূপ আমাদের ঋণী ব্যক্তিদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকি, তদ্রুপ তুমিও তোমার ঋণ আমাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমাদিগকে পরীক্ষায় ফেলিও না বরং সকল অমঙ্গল হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কেননা, তুমিই রাজত্ব, ক্ষমতা ও প্রতাপের সদা অধিকারী। কিন্তু কুরআন শরীফ এই শিক্ষা দেয় যে, কেবল স্বর্গেই নয় বরং মর্তেও খোদাতালার পবিত্রতা বিঘোষিত হইতেছে যথাঃ কুরআন শরীফ বলিতেছে ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ *(সূরা নবী ইসরাঈল ঃ ৪৫)*

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ *(আয়াত ও সূরা নাহল ঃ ৯১ আয়াত)*

অর্থাৎ 'পৃথিবী ও আকাশের অণুপরমাণু খোদাতালার মহিমা কীর্তন করিতেছে। আকাশে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তাহা সমুদয়ই তাঁহার প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় মশগুল আছে; পর্বত তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত, নদী তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত, বৃক্ষ তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত এবং বহু সাধু পুরুষ তাঁহার গৌরব ঘোষণায় মগ্ন। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে তাঁহার গৌরব ঘোষণায় রত নহে এবং তাঁহার সম্মুখে সবিনয়ে অবনত হয় না, তাহাকে 'কাযা ও কদর' (নিয়তি) নানাবিধ বাঁধন ও বিপদাপদ দ্বারা বিনয়ী ও নত করিতেছে। খোদাতালার কিতাবে ফেরেশতা সম্বন্ধে যেমন বর্ণিত হইয়াছে যে, উহারা খোদাতালার একান্ত অনুগত, ঠিক তদ্রুপ জগতের সামান্য সামান্য অণুপরমাণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক বস্তুই খোদাতালার আজ্ঞানুবর্তিতা করিতেছে। তাঁহার আদেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও পড়িতে পারে না, কোন ঔষধ আরোগ্য দান করিতে পারে না এবং কোন খাদ্যও উপযোগী হইতে পারে না। ফলতঃ প্রত্যেক বস্তুই একান্ত বিনয় ও আনুগত্য সহকারে খোদাতালার দরগাহে প্রণত আছে এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতায় রত আছে। পাহাড়, পর্বত ও সমতল ভূমির প্রতি অণুপরমাণু, নদী ও সমুদ্রে প্রতিটি জলবিন্দু, বৃক্ষ ও উদ্ভিদের প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রতম অংশ এবং মানব ও জন্তুর প্রতিটি পরমাণু খোদাতালাকে চিনে, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁহার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণায় নিয়োজিত আছে। এই জন্যই আল্লাহতালা বলিয়াছেন-يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ অর্থাৎ 'আকাশের প্রত্যেক বস্তু যেমন খোদাতালার গৌরব ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছে তদ্রুপ এই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুও তাঁহার গৌরব ও পবিত্রতা কীর্তন করিতেছে।'

(সূরা জুমুআ ঃ ২ আয়াত)

সুতরাং পৃথিবীতে কি খোদাতালার এই জয়গান হইতেছে না? এইরূপ কথা কোন কামেল-আ'রেফের (সিদ্ধ পুরুষের) মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, পৃথিবীর কোন কোন বস্তু ধর্ম বিধান পালন করিয়া চলিতেছে, কোন কোনটি কাযা ও কদর (নিয়তির বিধান) মানিয়া চলিতেছে এবং কতক এই উভয় প্রকার বিধানের আনুগত্য করিতে সদা প্রস্তুত। মেঘ, বায়ু, আগুন ও মাটি এই সবকিছুই খোদাতালার আনুগত্যে এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণায় লিপ্ত রহিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি খোদাতালার

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

(অবশিষ্টাংশ)

সূর্যের কিরণে গম্বুজ থেকে দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মসজিদ মাহমুদের অভ্যন্তররে নতুন বিল্ডিং-এ, যা জাগেরস্রো-র পূর্ব্বে অবস্থিত, শুভ্র কেশ বিশিষ্ট পাগড়ী পরিহিত এক ব্যক্তি নিরাপত্তরক্ষী, নেতৃবর্গ এবং জামাতের আপনজনের মাঝে উপবিষ্ট আছেন। কিছু মানুষ মুভি তৈরী করছে, অনেকে কলমে করে কিছু লিপিবদ্ধ করছে। হযরত মির্যা মসরূর আহমদ, যিনি বিশ্বব্যাপী মুসলমান নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন, আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে তাঁকে অনেক সময় মুসলমানদের পোপ নামে অভিহিত করা হয়।

এই উপাধি সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এর উত্তরে খলীফা বলেন যে, আপনারা আমাকে এই নামে সম্বোধন করলে অসুবিধা নেই। আমি নিজের পরিভাষায় বলতে চাইলে ক্যাথলিক পোপকে মসীহি খলীফা বলতে পারি। মির্যা মসরূর আহমদ হেসে উত্তর দেন।

২০০৩ সালে যেদিন থেকে মির্যা মসরূর আহমদ বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছেন, তখন থেকে তিনি পৃথিবী ব্যাপী সফর করেছেন এবং বিশ্ব-নেতাদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

তিনি বিশ্ব-নেতাদেরকে পত্র লিখেছেন এবং তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। এমনটি করার পিছনে আপনার উদ্দেশ্য কি?

এর উত্তরে খলীফা বলেন, আমার জন্য বিশ্ব-শান্তি উদ্বেগের কারণ। এবিষয়ে আমি দীর্ঘ দিন থেকে কথা বলছি। এই কারণেই আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চিন, সৌদি আরব, ইরান এবং পোপ সহ বিভিন্ন বিশ্ব-নেতাদেরকে পত্র লিখেছি। এর পিছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল আমরা যেন ঐক্যবদ্ধ হই এবং পৃথিবীতে শান্তি তৈরীর বিষয়ে চেষ্টা করি।

আপনার কাছে কি এর সমাধান রয়েছে?

খলীফা বলেন: এর সমাধান হল স্রষ্টাকে চেনা ও জানা এবং মানুষের পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা তাঁর আগমণের দুটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এক, মানুষকে স্রষ্টার নিকটে নিয়ে আসা এবং দুই মানবজাতিকে পারস্পরিক অধিকার প্রদানের প্রতি সচেতন করে তোলা।

অধিকার চাওয়ার পরিবর্তে অপরকে অধিকার প্রদান করা উচিত। যদি সকলের আচরণ এমন হয় তবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

আপনি বিশ্ব-নেতাদের পক্ষ থেকে কিরূপ প্রতিক্রিয়া পেয়েছেন?

খলীফা বলেন: আমি কেবল কানাডা এবং যুক্তরাজ্যের শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে উত্তর পেয়েছি। তারা লিখেছেন যে, আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি এবং পরমাণু অস্ত্রভাণ্ডারের আয়তন কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক উত্তর। আমি জানি না এই প্রতিশ্রুতি কখনো পূর্ণ করা হবে কি না।

খলীফা বলেন, বিশ্ব শান্তির জন্য সব থেকে বড় বিপদ হল উগ্রতাপ্রিয় ইসলামি মতবাদ।

ইউরোপ থেকে কেন এত বেশি মুসলমান যুবক দায়েশে যোগ দিতে যাচ্ছে? এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এর উত্তরে খলীফা বলেন, এর অনেকগুলি কারণ আছে। ২০০৮ সালে আর্থিক মন্দার ফলে অনেক যুবক কর্মহীন হয়ে পড়ে। কেবল যুক্তরাজ্যেই কয়েক লক্ষ্য মানুষ কাজ হারায়। এরফলে যুবকদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি হয়। দায়েশ লোকেদের ৬ হাজার বা দশ হাজার ডলার মাসিক বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভর্তি করে নেয়। এত প্রচুর অর্থ এমন ব্যক্তির জন্য যে কি না মাসে কেবল একশ ডলার আয় করে। এছাড়াও আরও অনেক আনুষঙ্গিক বিষয় রয়েছে যা তাদেরকে আকৃষ্ট করে। যেমন- তোমরা শহীদ হওয়ার সুযোগ লাভ করবে, জান্নাতে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটি ইসলামী শিক্ষা নয়। এই সমস্ত নেতারা মানুষকে উগ্রবাদী তৈরী করে এবং স্বরচিত শিক্ষার অনুসরণ করায়। কুরআন করীমের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে তারা করে এমনটি করে।

খলীফার নিকট এবিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে, বড় সমস্যা যেমন- উগ্রবাদ এবং সিম্বোলিক সমস্যা যেমন- মহিলাদের সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করা উচিত কি অনুচিত- এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করা আবশ্যক। আমরা যখন তাঁর সামনে গ্রীন পার্টির রাজনৈতিক নেতাদের কথা উল্লেখ করলাম, যিনি এক মহিলা সাংবাদিকের সঙ্গে করমর্দন করতে অস্বীকার করেন, তখন খলীফা উত্তর দিলেন-

এটি একটি তুচ্ছ বিষয় যাকে এমনভাবে বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে যা আমার বোধগম্যের উর্দ্ধে। যদি একজন পুরুষ যদি মহিলার সঙ্গে হাত না মেলায় তবে কি দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়? এগুলি ব্যক্তিগত বিষয়। রাজনৈতিক নেতারা এতে কেন হস্তক্ষেপ করে? হাজার হাজার মানুষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করছে। এখানে সুইডেনেও আর্থিক মন্দার কারণে অনেকের অবস্থা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কেন তাদের আর্থিক অবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় না, তাদের আয় উপার্জনের রাস্তা ও সুযোগ করে দেওয়া হয় না?

আপনি কি নিজে কোন মহিলার সঙ্গে করমর্দন করতে প্রস্তুত রয়েছেন?

খলীফা বলেন: আমি এমনটি করব না। এই কারণে যে, আমি একজন ধর্মীয় নেতা। আমার জন্য ধর্মীয় শিক্ষামালা এবং নিয়মাবলী মেনে চলা আবশ্যক। পৃথিবীতে অনেক ধর্ম রয়েছে যেগুলির শিক্ষা মতে হাত মেলানো হয় না। তাদের সালাম করার নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে।

আমি যদি আইন রক্ষা করে চলি, যদি দেশকে ভালবাসি, দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করি, তবে আমার উপর এই অভিযোগ দেওয়া যাবে না যে, আমি সমাজে সমন্বিত হওয়ার চেষ্টা করছি না। কেবল করমর্দন করলে বা মদ্যপান করলেই মানুষ দেশের প্রতি বিশ্বস্ত বলে গণ্য হতে পারে না।

খলীফা বলেন: ইসলামী কট্টরবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এর সঙ্গে বিশ্ব-শান্তি জড়িয়ে আছে। যদি একজন সুইডিশ উগ্রবাদী চিন্তাধারার সমর্থক হয়, তবে সে পৃথিবীর সমস্ত দেশের জন্য বিপদ। ব্রাসেলস শহরে এক সুইডিশ নাগরিকও ধৃত হয়েছিল না? সে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। মালমো শহরের কোন ব্যক্তি যদি উগ্রবাদীতে পরিণত হয়, তবে সে কেবল মালমোর জন্য বিপদ নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্যই বিপদ। এটি একটি জটিল সমস্যা যার সঙ্গে করমর্দন করার কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি (খলীফা) নিজে বিতাড়িত এবং অত্যাচারিত। নিজেদের দেশ পাকিস্তানে একটি আইন অনুসারে জামাতের সদস্যদের নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার অনুমতি নেই। এই কারণেই অন্যান্য মুসলমান সংগঠনগুলিও আহমদীয়া জামাতের উপর ধর্মবিচ্যুতির অভিযোগ আরোপ করেছে। এর কারণ হল, জামাত আহমদীয়ার দাবি, মসীহ পৃথিবীতে এসে গেছেন। তাঁর নাম হল মির্যা গোলাম আহমদ। তিনি ১৮৮৯ সালে নিজেকে খোদার তালার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেন।

আমাদের এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের এটিই সব থেকে বড় কারণ। একথা বলেন, মির্যা মসরূর আহমদ।

সমকামিতা সম্পর্কে কুরআনের থেকে বেশি বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তুমি খৃষ্টবাদের প্রকৃত অনুসারী হও, তবে তুমি এটি ঘৃণা করবে। বাইবেল অনুসারে তাদের অপকর্মের কারণে শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। যদি খোদা তা'লা এবং বাইবেলের লেখনীর উপর আপনার ঈমান থাকে, তবে এখন কেন শাস্তি পেতে হবে না?

সমকামিরা আপনাদের মসজিদে আসতে পারে?

খলীফা বলেন: যদি কোন ব্যক্তি সমকামি হয় তবে সেটি কি তার ঘোষণা করা আবশ্যক? কেউ যদি এমনটি করে আর মসজিদ আসে তবে তার জন্য কোন বাধা নেই। আমরা তাকে বাধা দিব না। কিন্তু ভালবাসা এবং সহানুভুতির কারণে, আমার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে, খৃষ্টধর্ম অনুসারে তাকে বোঝাব। এমন ব্যক্তি খোদার হাতে শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হয়ে পরিশেষে ধ্বংস হয়। আমি এমন ব্যক্তিকে নিজেকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করতে বলি।

অনেক মনঃস্তত্ববিদ এবং চিকিৎসকরা বলেন, এটি একটি মানসিক ব্যাধি যার চিকিৎসা সম্ভব। খলীফা বলেন, তিনি অনেক মুসলমান যুবকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন যারা সমকামিতা থেকে আরোগ্য লাভ করেছে এবং পরবর্তীতে বিয়ে করেছে। আজ তারা নিজেদের বৈবাহিক জীবনে সুখী।

কুরআন করীমের উপর আমল করা আপনার কর্তব্য। কিন্তু ধর্মের সংস্কার এবং এতে সংযোজন-বিয়োজন করাও কি আপনার কর্তব্য নয়?

খলীফা বলেন: আমার মতে ধর্মের

এরপর ৯ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

হযরত আবু উসায়েদ মালিক বিন রাবিয়া সাদি (রা.) এবং আবু সালমা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ (রা.)-এর জীবন চরিত এবং ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর বর্ণনা।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর মহান মর্যাদাকে উত্তরোত্তর উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও সেসব পুণ্য ও নেক কর্ম করার তৌফিক দিন যা তারা করতেন।

মোকাররম রাযা নাসির আহমদ সাহেব (সাবেক নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, রাবোয়া)-এর মৃত্যু। মাননীয় মুবীন আহমদ ইবনে মুকাররম মেহবুব আহমদ সাহেব (করাচি) এবং মুকাররম মহম্মদ যাফরুল্লাহ্ সাহেব ইবনে মুকাররম লিয়াকত আলি সাহেব (করাচি)-এর একটি ডাকাতির ঘটনায় শাহাদাত বরণ। মরহূমীনদের স্মৃতিচারণ এবং প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৩জুলাই, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৩ ওফা , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে আজকে আমি দু'জন সাহাবীর কথা উল্লেখ করব। একজন হলেন হযরত আবু উসায়েদ মালেক বিন রাবীয়া সায়েদী (রা.)। হযরত মালেক বিন রাবীয়া স্বীয় ডাক নাম আবু উসায়েদ হিসেবেই বেশি পরিচিত। কেউ কেউ তাঁর নাম বেলাল বিন রাবীয়াও উল্লেখ করেছেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনী সাদা শাখার সদস্য ছিলেন।

(আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৩৫)

হযরত আবু উসায়েদ মালেক বিন রাবিয়া খাটো আকৃতির ছিলেন। মাথার চুল এবং দাড়ি সাদা শুভ্র হয়ে গিয়েছিল। তাঁর চুল ছিল ঘন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। ৬০ হিজরীতে হযরত মুয়াবিয়ার যুগে ৭৫ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়। বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী আনসার সাহাবীদের মাঝে সবার শেষে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

(আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৩৬) (আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২, মালিক বিন রাবিয়া, বেরুতে দারুল ফিকর দ্বারা প্রকাশিত)

হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বদর, ওহুদ, পরিখা এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর কাছে বনু সাদা গোত্রের পতাকা ছিল।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৬)

হযরত সাহাল বিন সাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু উসায়েদ সাদী মহানবী (সা.) কে তাঁর বিয়েতে আমন্ত্রণ জানান। সেদিন তাঁর স্ত্রী মহানবী (সা.)-এর সেবা করছিলেন আর সেই মহিলাই কনেও ছিলেন। খুবই সাদামাটাভাবে বিয়ে হচ্ছিল। বিয়ের আমন্ত্রণ জানানো হয় আর নববধূ একই সাথে খাবারও রান্না করছিলেন আবার খাবার পরিবেশনও করছিলেন। হযরত সাহাল বলেন, তুমি কি জান, মহানবী (সা.) কে তিনি কি পান করিয়েছেন? প্রশ্ন করে তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, এটিই তাঁর রীতি, তিনি তাঁর (সা.) জন্য রাতে একটি পাত্রে খেজুর ভিজিয়ে রাখেন। তিনি (সা.) যখন খাবার খাওয়া শেষ করেন তখন তিনি তাঁকে (সা.) শরবত পান করান।

(সহী মুসলিম , কিতাবুল আশরিবা, হাদীস-৫২৩৩)

একবার রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে কয়েক জন বন্দী আসে। তাদের মাঝে এক মহিলাকে কাঁদতে দেখে মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার ক্রন্দনের কারণ কী? এতে সেই মহিলা বলেন যে, আমার পুত্রকে বনু উবায়েস গোত্রের কাছে বিক্রি করে এই ব্যক্তি আমার এবং আমার পুত্রের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছে। তিনি (সা.) সেই বন্দীর মালিককে ডাকেন, তিনি আসলে দেখা গেল তিনি আবু উসায়েদ সাদী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন তুমি কি এই মহিলা এবং তার পুত্রের মাঝে বিচ্ছেদ বা দূরত্ব সৃষ্টি করেছ? এতে তিনি উত্তর দেন যে, সেই বাচ্চা পঙ্গু ছিল আর তার ভার বহন করার মতো শক্তি এই মা রাখে না, তাই আমি সেই শিশুকে বনু উবায়েসের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। মহানবী (সা.) বলেন, তুমি নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আস। অতএব আবু উসায়েদ স্বয়ং গিয়ে সেই শিশুকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন এবং তাকে তার মায়ের হাতে তুলে দেন।

(শারফুল মুস্তাফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০০, জামেয়া আবওয়াব সিফাতে ইখলাকা ওয়া আদাবা (সা.), হাদীস- ১৬৪৯, ২০০৩ সালে মক্কায় দারুল বাশায়েরুল ইসলামিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

মহানবী (সা.) বলেন যে, শক্তি থাকুক বা না থাকুক শিশুর কারণে মাকে কষ্ট দেওয়া যেতে পারে না, সে বন্দী হোক বা দাস অথবা দাসী যা-ই হোক না কেন।

রসূলে করীম (সা.) একবার উট এবং ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। মহানবী (সা.) এর উটনী, যার ওপর হযরত বেলাল (রা.) আরোহিত ছিলেন, সব উটের চেয়ে এগিয়ে যায়। একইভাবে তাঁর (সা.) এক ঘোড়া ছিল। ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়। আর তাঁর (সা.) ঘোড়ায় হযরত আবু উসায়েদ সাদী (রা.) আরোহিত ছিলেন। সেই ঘোড়াও সব ঘোড়ার চেয়ে এগিয়ে যায়।

(আমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১২, হিমায়াতুন নাকী লি খাইলুল মুসলিমীন, ১৯৯৯ সালে বেরুতে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

হযরত সাহাল বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু উসায়েদ (রা.) এর ঘরে যখন তাঁর পুত্র মুনযের বিন আবু উসায়েদ এর জন্ম হয় তখন মহানবী (সা.) এর সমীপে তাকে আনা হয়। তিনি (সা.) সেই শিশুকে তাঁর রানের ওপর বসান। তখন হযরত আবু উসায়েদ বসে ছিলেন। মহানবী (সা.) এরপর কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে যান, তিনি (সা.) সেখান থেকে উঠে অন্য কোন স্থানে যান নি বরং সেখানেই অন্য কোন কাজে রত হয়ে যান। তখন মানুষ মুনযেরকে তাঁর (সা.) রানের ওপর থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, শিশুটি কোথায়? হযরত আবু উসায়েদ (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা তাকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তার নাম কী রেখেছো? আবু উসায়েদ (রা.) কোন নাম উল্লেখ করে বলেন যে, অমুক নাম রেখেছি। তিনি (সা.) বলেন যে, না, তার নাম হবে মুনযের এবং সেদিন তিনি তার নাম রাখেন মুনযের।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব তাহবীলুল ইসম)

ব্যাখ্যাকারী বা তফসীরকারকরা মহানবী (সা.)-এর এই শিশুর নাম মুনযের রাখার কারণ এটি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু উসায়েদের চাচাত ভাইয়ের নাম ছিল মু নযের বিন আমর, যিনি বে'রে মওনায় শাহাদত বরণ করেছিলেন। অতএব এই নাম এক শুভ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাখা হয়েছিল যেন এই শিশু তার উত্তম স্থলাভিষিক্ত প্রমাণিত হয়।

(ফাতহুল বারী, শারহে সহী আল বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৭, হাদীস-৪০৯৪, করাচীর কাদীমী কুতুব খানায় প্রকাশিত)

হযরত সুলেমান বিন ইয়াসারের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উসমানের শাহাদতের পূর্বে হযরত আবু উসায়েদ সাদীর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে

যায়, তিনি দেখতে পেতেন না, চোখ নষ্ট হয়ে যায়। এই কারণে তিনি বলতেন যে, আমি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশায় দৃষ্টিশক্তিতে ভূষিত করেছেন আর সেই সমস্ত কল্যাণরাজি আমি দেখেছি। এরপর আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যখন পরীক্ষা করতে চাইলেন তখন আমার দৃষ্টিশক্তি নিয়ে যান।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯১, কিতাব মারেফাতুস সাহাবা, হাদীস- ৬১৮৯, ২০০২ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়ায় প্রকাশিত)

যেন আমি এসব অপছন্দনীয় দৃশ্যাবলী না দেখতে পারি।

হযরত উসমান বিন উবায়দুল্লাহ্ হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাসের মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত ইবনে উমর, হযরত আবু হুরায়রা, হযরত আবু কাতাদাহ এবং হযরত আবু উসায়েদ সাদীকে দেখেছি। তাঁরা তখন আমাদের সম্মুখ দিয়ে যেতেন যখন আমরা মক্তবে থাকতাম। আমরা তাদের কাছ থেকে আবীরের সুগন্ধ পেতাম। এই সুগন্ধি জাফরান এবং আরো কিছু উপাদানের মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়।

(ইবনে আবি শিবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১৬, কিতাবুল আদাব)

মরওয়ান বিন আল হাকাম হযরত আবু উসায়েদ সাদীকে সদকা সংগ্রহের এবং বিতরণের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। হযরত আবু উসায়েদ সাদী যখন দরজায় আসতেন তখন প্রথমে উটকে বসাতেন এরপর মানুষের মাঝে সবকিছু বিতরণ করতেন। তিনি শেষ জিনিস যা দিতেন তা হলো চাবুক আর তা দেওয়ার সময় বলতেন যে, এটি তোমার সম্পদের একটি অংশ। হযরত আবু উসায়েদ একবার যাকাতের সম্পদ বণ্টনের জন্য আসেন, সম্পদ যা ছিল তার পুরোটাই বণ্টন করে চলে যান। ঘরে গিয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েন তখন স্বপ্নে দেখেন যে, একটি সাপ তাঁর গলার সাথে পেঁচিয়ে রয়েছে। তিনি ভীতত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে কোন সেবিকাকে বা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন যে, সেই সম্পদের কিছু কি ঘরে রয়ে গেছে যা বণ্টনের জন্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল? সে বলে যে, না। হযরত আবু উসায়েদ বলেন, তাহলে কী কারণে একটা সাপ আমার গলা পেঁচিয়ে ধরেছে, ভাল করে দেখ হয়তো কিছু রয়ে গেছে। খুঁজে দেখার পর তিনি বলেন যে, হ্যাঁ, ঘরে উট বাঁধার একটা রশি রয়েছে, যার দ্বারা একটি থলের মুখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। সুতরাং হযরত আবু উসায়েদ (রা.) গিয়ে সেই রশিও তাকে ফেরত দেন।

(শোবিল ঈমানন লিল বাইহাকী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬৭, হাদীস- ৩২৪৭০)

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীকে তাকওয়ার সূক্ষ্মতম মানে অধিষ্ঠিত রেখে আমানতের সর্বোন্নত মান প্রতিষ্ঠা করাতে চেয়েছেন। তাই স্বপ্নের মাধ্যমেও তাঁরা দিক নির্দেশনা পেতেন।

হযরত আম্মারা বিন গাযিয়া তাঁর পিতার এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, কয়েকজন যুবক হযরত আবু উসায়েদের কাছে মহানবী (সা.) বর্ণিত আনসারদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, আনসারদের সকল গোত্রের মাঝে সবচেয়ে ভালো হলো বনু নাজ্জারের বংশ, তারপর বনু আবদিল আসাল, এরপর বনু হারেয বিন খাযরাজ, এরপর বনু সাআদা। আর আনসারের সকল পরিবারের মাঝে কেবল কল্যাণই কল্যাণ বিদ্যমান। এজন্য হযরত আবু উসায়েদ বলতেন যে, আমার যদি সত্য ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করার থাকত তাহলে আমি বনু সাদার কোন বংশ থেকে তা আরম্ভ করতাম।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯২, কিতাব মারেফাতুস সাহাবা, হাদীস- ৬১৯৪, ২০০২ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়ায় প্রকাশিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় ইতিহাসের বরাতে বলেন যে, আরব যখন বিজীত হয় আর ইসলাম যখন বিস্তার লাভ করছিল তখন কিনদা গোত্রের এক মহিলা, যার নাম ছিল আসমা বা উমায়মা, 'জওনিয়া' বা 'বিনতুল জওন' নামেও তাকে ডাকা হত। তার ভাই লুকমান মহানবী (সা.) এর সকাশে নিজ জাতির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল নিয়ে আসে। তখন সে মহানবী (সা.) এর সাথে তার বোনের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে আর সাক্ষাতে মহানবী (সা.) কাছে এই নিবেদন করে যে, আমার বোন, যার পূর্বে এক আত্মীয়ের সাথে বিয়ে হয়েছিল, এখন বিধবা আর সে খুবই সুন্দরী এবং মেধাবীও, আপনি তাকে বিয়ে করুন। রসূলে করীম (সা.) যেহেতু আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া পছন্দ করতেন, তাই তিনি তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, সাড়ে বারো উকিয়া রুপা মোহরানা নির্ধারণ করে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হোক। সেই ব্যক্তি বলে যে, হে আল্লাহ্র রসূল! (সা.) আমরা সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত মানুষ, এই মোহরানা খুবই স্বল্প। তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি আমার কোন স্ত্রী বা কোন মেয়ের মোহরানা এর চেয়ে বেশি নির্ধারণ করি নি। অতএব সে সম্মত হয় আর বলে যে ঠিক আছে, তখন নিকাহ পড়ানো হয়। সে ব্যক্তি মহানবী (সা.) কে অনুরোধ করে যে, কাউকে পাঠিয়ে আপনার স্ত্রীকে আনিয়ে নিন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উসায়েদকে এই কাজে নিযুক্ত করেন। তিনি (রা.) সেখানে যান, জওনিয়া তাকে নিজের ঘরে ডাকলে হযরত উসায়েদ বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্য পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি অন্যান্য দিকনির্দেশনা সম্পর্কে তাঁকে (রা.) জিজ্ঞেস করেন এবং তিনি (রা.) তাকে তা অবহিত করেন। এরপর তিনি (রা.) তাকে উটে বসিয়ে মদীনায় নিয়ে আসেন। আর একটি ঘর, যার চারপাশে খেজুর বৃক্ষ ছিল, সেখানে তাকে নামান। সেই মহিলার সাথে অর্থাৎ যার বিয়ে হয়েছিল তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনরা তার দাঈ মাকেও পাঠায়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যেভাবে আমাদের দেশেও কাছের কোন সেবিকা সাথে আসে, ধনীরা বা সম্পদশালীরা সে যুগে পাঠাত। আজকে এই রীতি নেই, অতীতে এই রীতি ছিল, যেন তার কোন প্রকার কষ্ট না হয়। যেহেতু সেই মহিলা, যার সাথে মহানবী (সা.) এর বিয়ে হয়েছিল অথবা যার ভাই প্রস্তাব দিয়েছিল, বিয়ের বাসনা ব্যক্ত করেছিল এবং বিয়েও হয়েছিল, সুন্দরী হিসেবে তার অনেক খ্যাতি ছিল, আর এমনিতেও মহিলাদের নববধূ দেখার শখ থেকে থাকে। পাড়ায় বা মহল্লায় কাছাকাছি নব বিবাহিতা কোন বধূ আসলে তাকে দেখার আগ্রহ থাকে, অতএব মদীনার মহিলারা তাকে দেখতে যায়, তার সৌন্দের্যের ব্যাপক খ্যাতি ছিল, সেই মহিলার কথা অনুসারে অন্য কোন মহিলা তকে শিখিয়ে দিয়েছে যে, প্রথম দিনেই নিজের প্রভাব ফেলতে হয়, তাই মহানবী (সা.) যখন তোমার কাছে আসবেন তুমি বলে দিও যে, আমি আপনার হাত থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করছি, এর ফলে তিনি তোমার প্রতি বেশি আসক্ত হবেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এই কথা যদি সেই মহিলার নিজের বানানো না হয় তাহলে এটি অসম্ভব নয় যে, কোন মুনাফেক তার স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়ের মাধ্যমে এই দুষ্টামি করে থাকবে। যাহোক, তার আগমনের সংবাদ শুনে মহানবী (সা.) সেই ঘরের দিকে যান, যা তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করীম (সা.) যখন তার কাছে যান তখন তিনি (সা.) তাকে বলেন যে, তুমি নিজেকে আমার হাতে সোপর্দ কর। সে উত্তরে বলে যে, রানীও কি নিজেকে সাধারণ মানুষের হাতে সোপর্দ করে? হযরত আবু উসায়েদ বলেন, তখন মহানবী (সা.) এই কথা ভেবে যে, হয়তো অপরিচিতির কারণে সে কিছুটা ভীতত্রস্ত, তাই তাকে আশ্বস্ত করার জন্য তিনি (সা.) তার গায়ে হাত রাখেন। তাঁর হাত রাখতেই সে এই নোংরা এবং অযৌক্তিক বাক্য বলে বসে যে, আমি আপনার হাত থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, নবীরা যেহেতু আল্লাহ্র নাম শুনে গভীর শ্রদ্ধায় তাঁদের হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায় এবং তাঁর মাহাত্মের জন্য পাগলপ্রায় হয়ে যায়, তার এ বাক্য শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি (সা.) বলেন যে, তুমি এক সুমহান সত্তার দোহাই দিয়েছ এবং তাঁর আশ্রয় কামনা করেছো, যিনি সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়দাতা। তাই তোমার আবেদন আমি গ্রহণ করছি, এই বলে তিনি (সা.) তখনই বাইরে চলে আসেন এবং বলেন যে, হে আবু উসায়েদ! একে দু'টো চাদর দিয়ে দাও এবং তাকে তার ঘরের লোকদের কাছে পৌঁছে দাও। এরপর তাকে তার মোহরানার অংশ ছাড়াও অনুগ্রহ স্বরূপ দু'টো চাদর দেওয়ার নির্দেশ তিনি (সা.) দিয়েছেন, যেন কুরআনের নির্দেশ 'ওয়ালা তানসাওল ফাযলা বায়নাকুম' পূর্ণতা লাভ করে অর্থাৎ পরস্পরের মাঝে এহ্সান এবং অনুগ্রহের ব্যবহারকে ভুলে যেয়ো না। সে অনুসারে তিনি (সা.) তাকে অধিক দেন, তার প্রতি এহসান বা অনুগ্রহ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, যেসব মহিলাদেরকে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বেই তালাক দেওয়া হয় তাদের সম্পর্কে এটি বলা হয়েছে। আর তিনি (সা.) তাকে বিদায় করে দেন। আর আবু উসায়েদ (রা.) ই তাকে তার বাড়িতে পৌঁছিয়ে আসেন। তার গোত্রের লোকদের জন্য এ বিষয়টি খুবই অসহনীয় ছিল, তারা তাকে বকাঝকা করে। কিন্তু সে এই উত্তরই দিতে থাকে যে, এটি আমার দুর্ভাগ্য। আর কয়েকবার সে এটিও বলেছে যে, আমাকে প্ররোচিত করা হয়েছিল আর বলা হয়েছিল যে, মহানবী (সা.) যখন তোমার কাছে আসেন তখন তুমি দূরে চলে যেও এবং ঘৃণা প্রকাশ করো। এভাবে তাঁর (সা.) ওপর তোমার এক প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হবে। জানি না এটিই কারণ ছিল, নাকি অন্য কোন কারণ ছিল। যাহোক সেই মহিলা ঘৃণা প্রকাশ করে আর মহানবী (সা.) তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাকে বিদায় করে দেন।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৩৩-৫৩৫, সূরা বাকারা, আয়াত- ২২৮)

মহানবী (সা.) এর ওপর স্ত্রীদের প্রেক্ষাপটে যে অপবাদ আরোপ করা যে, তিনি (সা.) নাঊযুবিল্লাহ্ সুন্দরী নারীদের প্রতি আসক্ত ছিলেন, এই পুরো ঘটনা তাদের জন্য উত্তর হিসেবে যথেষ্ট।

হযরত আবু উসায়েদ (রা.) বলতেন যে, রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে যখনই কিছু চাওয়া হতো তিনি কখনও তা দিতে অস্বীকার করতেন না।

(মাজমায়েয যোয়ায়েদ, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪০৯, কিতাব আলামাতুন নাবুয়ত)

দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ। তাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ আর ডাক নাম ছিল আবু সালামা। তাঁর মা ছিলেন বাররা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব আর তিনি মহানবী (সা.) এর ফুপাত ভাই এবং রসূলে করীম (সা.) এবং হযরত হামজার দুধ ভাইও ছিলেন। তিনি আবু লাহাবের দাসী সাভিবাকে দুধপান করেছিলেন। হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমার সাথে প্রথমে তাঁর বিয়ে হয়েছিল।

(আসাদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৫, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ, বেরুতে দারুল কুতুব দ্বারা প্রকাশিত)

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে লিখেছেন আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ মহানবী (সা.) এর দুধ ভাই ছিলেন। আর বনু মাখযুমের সদস্য ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে সালমার সাথে মহানবী (সা.) এর বিয়ে হয়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ১২৪)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে প্রথম দশ ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন অর্থাৎ প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের একজন ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭১)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু উবায়দা বিন হারেস, হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ, হযরত আরকাম বিন আবু আরকাম এবং হযরত উসমান বিন মাযউন রসূলে করীম (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হলে তিনি (সা.) তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান এবং কুরআন পাঠ করে শোনান। এতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্বাক্ষ্য দেন যে, তিনি (সা.) হেদায়াত এবং সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমার সাথে প্রথম হিজরতে অর্থাৎ ইথিওপিয়ার হিজরতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার পর মদীনার দিকে হিজরত করেন।

(আসাদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২, মালিক বিন রাবিয়া, ২০০৩ সালে বেরুতে দারুল ফিকর দ্বারা প্রকাশিত)

সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকেও তাঁর ইথিওপিয়া হিজরতের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানদের কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় আর কুরাইশরা কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে থাকে, মহানবী (সা.) তখন মুসলমানদেরকে ইথিওপিয়ায় হিজরতের নির্দেশ দেন এবং তিনি (সা.) বলেন, ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ ন্যায়পরায়ণ এবং ন্যায়প্রিয়, তার রাজত্বে কারো ওপর কোন অন্যায় করা হয় না। 'হাবশা'-কে ইংরেজীতে ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া বলা হয়ে থাকে। আর বলা হয় যে, আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং অবস্থানগত দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণ আরবের মুখোমুখি জায়গায় অবস্থিত, মাঝে লোহিত সাগর ছাড়া অন্য কোন দেশে নেই। সে যুগে ইথিওপিয়ায় এক শক্তিশালী খ্রিষ্টান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেখানকার বাদশাহকে নাজ্জাশী বলা হতো, বরং আজও সেখানকার শাসকরা এ নামেই সম্বোধিত হয়। আরবের সাথে ইথিওপিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন যে, যে সময়ের কথা আমি লিখছি তখন ইথিওপিয়ার রাজধানী ছিল আকসুম যা বর্তমান আদওয়া শহরের কাছে অবস্থিত আর আজও এক পবিত্র শহর হিসেবে জনবসতিতে পরিপূর্ণ চলে আসছে। আকসুম সেই যুগে শক্তিশালী এক সরকারের রাজধানী ছিল আর সেই সময়কার নাজ্জাশীর ব্যক্তিগত নাম ছিল আসআমা, যিনি ন্যায়পরায়ণ, বিবেকবান আর শক্তিশালী এক বাদশাহ্ ছিলেন। মুসলমানদের কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের নির্দেশ দেন যে, যাদের জন্য সম্ভব হয় তারা যেন হিজরত করে ইথিওপিয়ায় চলে যান। সুতরাং মহানবী (সা.) এর নির্দেশে নবুয়্যতের পঞ্চম বছর রজব মাসে ১১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। যাদের মাঝে অধিক পরিচিত নামগুলো হলো হযরত উসমান বিন আফফান এবং তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ, হযরত যুবায়ের বিন আল আওয়াম, হযরত আবু হুযায়ফা বিন উকবা, হযরত উসমান বিন মাযউন, হযরত মুসআব বিন উমায়ের, হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা। অদ্ভুত বিষয় হলো- প্রাথমিক যুগের মুহাজেরদের মাঝে বেশিরভাগ তারা ছিলেন যারা কুরাইশের শক্তিশালী গোত্রের সদস্য ছিলেন আর দুর্বল মানুষ কমই দেখা যায়। এ থেকে দু'টো বিষয় প্রকাশ পায়- প্রথম কথা হলো, শক্তিশালী গোত্রের সদস্যরাও কুরাইশের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত দুর্বল মানুষ যেমন কৃতদাসরা এত দুর্বল এবং নিরুপায় ছিল যে, তাদের হিজরত করার সামর্থ্যও ছিল না। এসব মুহাজেররা যখন উত্তর দিক থেকে সফর করে শায়েবা পৌঁছেন, যা সে যুগে আরবের একটি সমুদ্র-বন্দর ছিল, তখন খোদার এমন কৃপা হয় যে, তারা একটি বানিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যান যা ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল। তারা নিরাপদে তাতে বসে যান আর জাহাজ যাত্রা শুরু করে। তাদের হিজরতের কথা জানতে পেরেই মক্কার কুরাইশরা উত্তেজিত হয়ে উঠে যে, এই শিকার আমাদের হাত থেকে নিরাপদে বেরিয়ে গেছে। তাই তারা পিছু ধাওয়া করে যে, তাদেরকে যেতে দিব না, কিন্তু তারা বেরিয়ে যান। তারা জাহাজের পিছু ধাওয়া করে কিন্তু তাদের লোক বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই জাহাজ বন্দর ছেড়ে চলে যায় যার ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। মুসলমানরা ইথিওপিয়ায় পৌঁছে খুবই শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করে আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে কুরাইশদের নির্যাতন থেকে তারা পরিত্রাণ পায়।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ১৪৬-১৪৭)

ইবনে ইসহাক বলেন হযরত আবু সালমা যখন ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসার পর হযরত আবু তালেবের কাছে আশ্রয় চান তখন বনু মাখযুমের কয়েকজন ব্যক্তি আবু তালেবের কাছে যায় এবং বলে যে, তুমি তোমার ভাতিজা মুহাম্মদ (সা.)কে তো আশ্রয় দিয়েই রেখেছ কিন্তু আমাদের ভাই আবু সালমাকে কেন আশ্রয় দিয়েছো? আবু তালেব বলেন যে, সে আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে আর সে আমার ভাগ্নেও। আমি যদি আমার ভাতিজাকে আশ্রয় না দিতাম তাহলে আমার ভাগ্নেকেও আশ্রয় দিতাম না। আবু লাহাব বনু মাখযুমের লোকদেরকে বলে, তোমরা সব সময় আমাদের বুযর্গকে এসে কষ্ট দাও আর বিভিন্ন প্রকার কথা বল, খোদার কসম! তোমরা যদি এটি থেকে বিরত না হও তাহলে হয়তো আমরা তার সকল কাজে সঙ্গ দিব, এমনকি যতক্ষণ না তার ইচ্ছার বাস্তবায়ন হয়। লোকেরা তখন আবু লাহাবকে সম্বোধন করে বলে যে, হে আবু উতবা! যে বিষয়কে তুমি অপছন্দ কর আমরাও তা থেকে পিছপা হচ্ছি। আবু লাহাব যেহেতু মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে বনু মাখযুমের বন্ধু এবং সাহায্যকারীও ছিল, তাই তারা আবু সালমা সম্পর্কে বেশি বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকে। আবু তালেব যখন দেখেন যে আবু লাহাব তাকে সমর্থন করছে আর অন্য গোত্রকে বাধা দিয়েছে আর বলছে যে, তারাও আমাদের সাহায্য করবে, এরপর তিনি কয়েকটি পঙক্তি পাঠ করেন যাতে তিনি আবু লাহাবের প্রশংসা করেন আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহায্য করার জন্য আবু লাহাবকে অনুপ্রাণিত করেন।

(আস সীরাতুন নাবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ২৬৯-২৭০)

যাহোক, তার ওপর এর কোন প্রভাব পড়ে নি বরং তার বিরোধিতা সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে।

হযরত ইবনে ইসহাক বলেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমার স্বামী হযরত আবু সালামা মদীনা যাওয়ার জন্য যখন সংকল্পবদ্ধ হন তখন নিজের উট প্রস্তুত করেন আর আমাকে ও আমার ছেলে সালামাকে, যে কি না কোলের শিশু ছিল, তাতে বসিয়ে যাত্রা করেন। কিছু দূর যেতেই বনু মাখযু মের কিছু লোক তাকে ঘিরে ফেলে এবং বলে যে, উম্মে সালামা আমাদের মেয়ে, তাকে তোমার সাথে যেতে দিব না যে, তুমি তাকে নিয়ে শহরে শহরে ঘুরে বেড়াবে। হযরত উম্মে সালমাহ বলেন, বস্তুত তারা আমার স্বামীকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। হযরত আবু সালামার গোত্র বনু আব্দুল আসাদের লোকেরা এতে মারাত্মক ক্ষিপ্ত হয় এবং বলে যে, এই ছেলে আবু সালামার, তাই তোমাদের কাছে তাকে থাকতে দিব না, একথা বলে আমার পুত্রকে তারা নিয়ে যায়। অতএব মেয়েকে নিয়ে যায় তার গোত্র আর শিশুকে পিতার গোত্র নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি একান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় থেকে যাই। এক বছর পর্যন্ত এই আমি সমস্যায় জর্জরিত ছিলাম। প্রতিদিন 'আবতা' নামক স্থানে গিয়ে আমি কাঁদতাম। একদিন আমার চাচাত ভাইদের একজন আমাকে সেখানে কাঁদতে দেখে আমার প্রতি তার দয়া হয়। এতে সে আমার জাতি বনু মুগাইরাকে গিয়ে বলে যে, তোমরা কেন এই অসহায় মেয়েকে কষ্ট দিচ্ছ এবং তাকে তার স্বামী ও পুত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছো, একে ছেড়ে দাও। তখন তারা আমাকে বলে যে, তোমার স্বামীর কাছে চলে যাও। হযরত উম্মে সালামা বলেন, এরপর আমার পুত্রকে বনী আব্দুল আসাদ ফিরিয়ে দেয় তখন আমি আমার উট প্রস্তুত করে পুত্রকে সাথে নিয়ে উটে আরোহণ করি। আমি যখন মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করি তখন কোন সাহায্যকারী আমার সাথে ছিল না। আমি যখন তানঈম নামক স্থানে পৌঁছি তখন সেখানে হযরত উসমান

বিন আবু তালহার সাথে দেখা হয়। তিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, তিনি ৬ষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আমাকে বলেন যে, হে উম্মে সালামা! কোথায় যাচ্ছ? আমি বললাম, আমি আমার স্বামীর কাছে মদীনায় যাচ্ছি। হযরত উসমান জিজ্ঞেস করেন তোমার সাথে কি কেউ আছে? আমি বললাম, খোদার কসম, কেউ নেই, শুধু এই পুত্র আর আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে আছেন। এতে হযরত উসমান বলেন, খোদার কসম, এভাবে একা আমি তোমাকে আদৌ যেতে দিব না, আমি তোমার সাথে যাব। এরপর তিনি আমার উটের লাগাম হাতে নেন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি আরবের পুরষদের মাঝে এত সম্মানিত ব্যক্তি আর দেখিনি। বিভিন্ন জায়গায় যাত্রাবিরতি দেওয়ার সময় তিনি উটকে বসিয়ে দূরে চলে যেতেন। আমি উট থেকে যখন নামতাম তখন তিনি উটের হওদা নামিয়ে কোন গাছের সাথে উট বেঁধে পৃথক কোন জায়গায় গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়তেন। যাত্রার সময় হলে উট প্রস্তুত করতেন, এরপর আমি উটে বসে যেতাম আর তিনি উটের লাগাম ধরে যাত্রা করতেন এভাবে আমরা মদীনায় পৌঁছি। হযরত উসমান বিন আবু তালহা কুবায় বনু আমের বিন আওফের গ্রাম দেখে আমাকে বলেন, হে উম্মে সালামা! তোমার স্বামী আবু সালামা এখানেই অবস্থান করছেন, তুমি খোদার বরকত নিয়ে এই জায়গায় প্রবেশ কর। এরপর হযরত উসমান বিন আবু তালহা মক্কা ফিরে যান।

(আস সীরাতুন নাবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা: ৩৩৩, যিকরুল মুহাজিরীন ইলা মদীনা, ২০০১ সালে লেবাননে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

হিজরতের দ্বিতীয় বছর মহানবী (সা.) যখন উশায়রার যুদ্ধের জন্য বের হন তখন হযরত আবু সালামাকে মদীনায় আমীর নিযুক্ত করেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭১, আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ, ২০০২ সালে বেরুতে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

উশায়রার যুদ্ধ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, জমাদিউল আউয়ালে মক্কার কুরাইশের পক্ষ থেকে কোন সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) মুহাজেরদের একটি দল নিয়ে মদীনা থেকে বের হন এবং তাঁর পিছনে তাঁর দুধ ভাই আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদকে আমীর নিযুক্ত করেন। এই যুদ্ধে তিনি (সা.) বেশ কিছু জায়গা প্রদক্ষিণান্তে সমুদ্র উপকূলবর্তী জায়গা ইয়াম্বু-এর উশায়রাতে পৌঁছান। যদিও কুরাইশদের সাথে মুকাবেলা হয় নি কিন্তু বনু মুদলাজের সাথে সেই সব শর্ত সাপেক্ষে চুক্তি করে ফিরে আসেন যা বনু যুমরার সাথে নির্ধারিত হয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৩২৯)

বনু যুমরার সাথে এই শর্ত নির্ধারিত হয়েছিল যে, বনু যুমরা মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে আর মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুকে সাহায্য করবে না। আর মহানবী (সা.) যখন তাদেরকে মুসলমানদের সাহায্যের জন্য ডাকবেন তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিবে। অপর দিকে তিনি (সা.) মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই অঙ্গীকার করেন যে, মুসলমানরা বনু যুমরার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখবে আর প্রয়োজনের সময় তাদের সাহায্য করবে। এই চুক্তি রীতিমত লিপিবদ্ধ করা হয় আর তাতে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর নেওয়া হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৩, বাব যিকরু বা'সাতে রসুলুল্লাহ্)

সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়, তা আরব গোত্রগুলোকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে আরো ধৃষ্ট করে তোলে। দেখুন, ওহুদের যুদ্ধের পর তখনও খুব একটা সময় অতিবাহিত হয় নি আর সাহাবীদের ক্ষতের চিকিৎসাও পুরোপুরি শেষ হয় নি, এমন সময় হঠাৎ ৪র্থ হিজরীর মহররম মাসে মহানবী (সা.) এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছে যে, আসাদ গোত্রের নেতা তোলায়হা বিন খোয়ায়লিদ এবং তার ভাই সালামা বিন খোয়ায়লিদ নিজ অঞ্চলের লোকদেরকে রসূলে করীম (সা.) এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত করছে। এই সংবাদ পেতেই মহানবী (সা.) দেশের বিরাজমান পরিস্থিতি অনুসারে এই ধরনের সংবাদের ঝুকি আঁচ করতে পারতেন, তাই তিনি তা'ক্ষণিকভাবে ১৫০ জন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি দ্রুতগামী সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে পাঠান আর আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদকে এর আমীর নিযুক্ত করেন এবং তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, এদের পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বের হন এবং বনুআসাদ তাদের শত্রুতাকে কার্যে রূপ দেওয়ার পূর্বেই তাদের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন করে দিন। অতএব আবু সালামা খুব দ্রুততার সাথে ও নীরবে সফর করে মধ্য আরবের 'কাতান' নামক স্থানে তাদেরকে ধরে ফেলেন, কিন্তু কোন যুদ্ধ হয় নি বরং বনু আসাদের সদস্যরা মুসলমানদের দেখতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে আর আবু সালামা কয়েক দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন। এই সফরের অসাধারণ পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে ওহুদে যে আঘাত পেয়েছিলেন তা বাহ্যত ঠিক হয়ে গেলেও পুনরায় স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অবশেষে এই রোগেই এই নিষ্ঠাবান এবং প্রবীণ সাহাবী, যিনি মহানবী (সা.)এর দুধ ভাই ছিলেন, ইন্তেকাল করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৫১১)

তাকে আল ইয়াসীরা কূপের পানি দ্বারা গোসল দেওয়া হয় যা আলীয়া নামক স্থানে বনু উমাইয়া বিন যায়েদ এর মালিকানায় ছিল। অজ্ঞতার যুগে এই কূপের নাম ছিল আলআবির, কিন্তু মহানবী (সা.) তা পরিবর্তন করে আলইয়াসীরা রেখেছিলেন। এরপর হযরত আবু সালামাকে মদীনায় দাফন করা হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১২৮, আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ, ১৯৯৬ সালে বেরুতে দারু আহইয়াউত তুরাস দ্বারা, প্রকাশিত)

হযরত আবু সালামার ইন্তেকাল হলে মহানবী (সা.) তার খোলা চোখ বন্ধ করেন আর তাঁর মৃত্যুর পর এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! আবু সালামার প্রতি ক্ষমার আচরণ কর আর হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মাঝে তার পদমর্যাদা উন্নীত কর এবং তার ছেড়ে যাওয়া পরিবার পরিজনের জন্য তার স্থলাভিষিক্ত হও। হে বিশ্ব জগতের প্রভু! তাকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকেও। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে,হযরত আবু সালামার মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি দোয়া করেন যে, হে খোদা! সর্বোত্তম ব্যক্তিকে আমার পরিবার পরিজনের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত করো। সুতরাং এই দোয়া গৃহীত হয় আর মহানবী (সা.) হযরত উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন।

(আসাদুল গাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, ৩য় ভাগ, পৃষ্ঠা: ২৯৬, ২০০২ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আসাদ, বেরুতে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

হযরত উম্মে সালামার পুত্র বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু সালামা হযরত উম্মে সালামার ঘরে আসেন এবং বলেন যে, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে হাদীস শুনেছি, যা আমার কাছে অমুক অমুক জিনিসের চেয়ে বেশি প্রিয়। তিনি (সা.) বলেন, কোন ব্যক্তি কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে সে যদি 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পাঠ করে এটি বলে যে, হে আল্লাহ্! আমি এই সমস্যার তোমার কাছে প্রতিদান চাই, হে আল্লাহ্! আমাকে এর প্রতিদান দাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। হযরত উম্মে সালামা বর্ণনা করেন আবু সালামা যখন শাহাদত বরণ করেন তখন আমি এই দোয়া করি, যদিও আমার হৃদয় এই দোয়া করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, দোয়াটি হলো, হে আল্লাহ্! আমাকে তার অর্থাৎ আবু সালামার বিনিময়ে কোন ব্যক্তি দাও। অতপর আমি বললাম যে, আবু সালামার চেয়ে উত্তম কে হতে পারে, তিনি কি এমন ছিলেন না, তিনি কি তেমন ছিলেন না অর্থাৎ এমন এমন উত্তম গুণাবলীর তিনি অধিকারী ছিলেন, তাসত্ত্বেও আমি এই দোয়া পড়তে থাকি। হযরত উম্মে সালামার ইদ্দতকাল পূর্ণ হলে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে এবং মহানবী (সা.) তাকে বিয়ে করেন।

(আল আসাবা ফি তামীযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩২)

বিয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকেলিখেছেন যে, সেই বছরেই চতুর্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) হযরত উম্মে সালামাকে বিয়ে করেন। হযরত উম্মে সালামা কুরাইশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা ছিলেন। এরপূর্বে তিনি হযরত আবু সালামা বিন আব্দুল মাসউদের স্ত্রী ছিলেন, যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এক প্রবীণ সাহাবী ছিলেন আর সে বছরই তিনি ইন্তেকাল করেন। যখন হযরত আবু সালামার ইদ্দতকালের সেই মেয়াদকাল পূর্ণ হয়, যা ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এক বিধবা মহিলার জন্য পূর্ণ করা আবশ্যক এবং যা পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সে বিয়ে করতে পারে না, তখন হযরত উম্মে সালামা যেহেতু খুবই বুদ্ধিমতি, কুশলী আর যোগ্য মহিলা ছিলেন তাই হযরত আবু বকর (রা.)-এর হৃদয়ে তাঁর সাথে বিয়ের বাসনা জাগে কিন্তু হযরত উম্মে সালামা তা অস্বীকার করেন। অবশেষে মহানবী (সা.) নিজে তাঁকে বিয়ের কথা ভাবেন, এর বিশেষ কারণ এটিও ছিল যে, হযরত উম্মে সালমার বিভিন্ন গুণাবলী ছাড়াও, যেসব গুণাবলীর কারণে তিনি একজন শরীয়তবাহী নবীর স্ত্রী হওয়ার যোগ্য ছিলেন, তিনি অনেক বড় এক প্রবীণ সাহাবীর সহধর্মিনী ছিলেন। এছাড়া তার সন্তানও ছিল, এই কারণে তার বিশেষ কোন ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক ছিল। অধিকন্তু আবু সালামা বিন আব্দুল আসাদ যেহেতু মহানবী (সা.) এর দুধ ভাইও ছিলেন সে কারণে মহানবী (সা.) তার ছেড়ে যাওয়া পরিবার পরিজনের বিষয়েও বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই

মহানবী (সা.) নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। প্রথমে হযরত উম্মে সালমা কিছু অপারগতার কারণে দ্বিধা প্রকাশ করেন আর এই অজুহাত দেখান যে, আমার বয়স অনেক বেশি আর আমার সন্তান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্য যেহেতু ভিন্ন ছিল তাই অবশেষে তিনি সম্মত হন এবং তার পক্ষ থেকে তার পুত্র মায়ের ওলী হয়ে রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে বিয়ে দেন। যেভাবে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত উম্মে সালমা এক বিশেষ পদমর্যাদার অধিকারিনী নারী ছিলেন, খুবই বুদ্ধিমতি এবং বিচক্ষণ হওয়ার পাশাপাশি নিষ্ঠার ক্ষেত্রেও এক মহান মর্যাদা রাখতেন। এছাড়া তিনি সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে প্রাথমিক অবস্থায় ইথিওপিয়ার দিকে হিজরত করেছিলেন। মদীনায় হিজরতের ক্ষেত্রেও অন্যান্য মহিলাদের মাঝে তিনি প্রথম ছিলেন। হযরত উম্মে সালামা পড়তেও পারতেন আর মুসলমান নারীদের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। হাদীস গ্রন্থে অনেক রেওয়ায়েত এবং হাদীস তার পক্ষ থেকে বর্ণিত রয়েছে। হাদীস বর্ণনার দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীদের মাঝে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় আর পুরুষ ও মহিলা সকল সাহাবীদের মাঝে তিনি দ্বাদশতম স্থানে ছিলেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃষ্ঠা: ৫৩০-৫৩১)

এই ছিল সাহাবীদের স্মৃতিচারণ। আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর মহান মর্যাদাকে উত্তরোত্তর উন্নীত করুন আর আমাদেরকেও সেসব পুণ্য ও নেক কর্ম করার তৌফিক দিন যা তারা করতেন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব, নামাযের পর তাদের জানাযাও পড়াব। এদের মাঝে প্রথমে রয়েছে রাজা নাসীর আহমদ নাসের সাহেব, যিনি একজন ওয়াকফে জিন্দেগী ও মুরব্বী ছিলেন আর প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নাযের ইসলাহ ইরশাদ ছিলেন। গত ৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে সকাল ১১টায় ৮০ বছর বয়সে তাহের হার্ট ইনিস্টিটিউটে তাঁর ইন্তেকাল হয়, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। বেশ কয়েক বছর ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। ২০১২ সন থেকে তার স্বাস্থ্য ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। গত তিন মাস ধরে ব্রেইন হেমারেজ বা মাথায় রক্ত ক্ষরণের কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি ১৯৩৮ সনের ৭ মে তারিখে সারগোদার ভেরাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে প্রাথমিক ও মেট্রিক পাশ করেন। এরপর লাহোরে শিক্ষা বিভাগে কেরানী হিসেবে চাকরি আরম্ভ করেন। ১৯৫৮ সনে জীবন উৎসর্গ করেন এবং জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন আর ১৯৬৫ সনে শাহেদ পাশ করেন। তাঁর বংশে আহমদীয়াত আসে তাঁর পিতা রাজা গোলাম হায়দার সাহেবের মাধ্যমে, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর হাতে বয়আত করেছিলেন। পরবর্তীতে পিতামাতা এবং ভাইবোনদেরকেও তিনি বয়আত করান। রাজা নাসীর আহমদ সাহেবের পিতার বাসনা ছিল যে, তার এক পুত্র জীবন উৎসর্গ করবে। সুতরাং তার এই বাসনার পূর্ণতার লক্ষ্যে রাজা নাসীর সাহেব ১৯৫৮ সনে ওয়াকফে জিন্দেগীর ফরম পূরণ করে বড় ভাই মরহুম রাজা নাযির আহমদ জাফর সাহেবের কাছে স্বাক্ষরের জন্য নিয়ে যান, তখন তার বড় ভাই তাকে বলেন, ভালো করে ভেবে দেখ, জীবন উৎসর্গ করা অনেক কঠিন আর অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ এবং অনেক বড় দায়িত্বের বিষয়। তিনি তার ভাইকে বলেন, আমি অনেক ভেবেছি, আপনি স্বাক্ষর করুন। সেই সময় তাদের পিতা প্রয়াত ছিলেন। যাহোক, এরপর তিনি জীবন উৎসর্গ করেন আর আমি যেমনটি বলেছি জামেয়ায় ভর্তি হন। সেখান থেকে পাশ করে কর্ম ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। জামেয়ার পড়ালেখা শেষ করার পর ৩৭ বছর জামা'তের কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে। পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় মুরব্বী হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশেও তিনি মুরব্বী হিসেবে কাজ করেছেন। উগান্ডা, জায়ের এবং ইন্দোনেশিয়ায়ও মুরব্বী হিসেবে কাজ করেছেন। জামেয়া আহমদীয়ায় দুই বছর শিক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অতঃপর সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব নাযের হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর দশ বছর কেন্দ্রীয় নাযের ইসলাহ এরশাদ হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য হয়েছে। দু'বছর এডিশনাল নাযের রিশতানাতা, অতঃপর আর দু'বছর এডিশনাল নাযের ইশায়াত হিসেবে খেদমতের তৌফিক লাভ করেছেন। ২০১২ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন তাঁর চাচাত বোন, যিনি পূর্বেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর তিন পুত্র রয়েছে, রাজা মাহমুদ আহমদ সাহেব যিনি এখানে অর্থাৎ লন্ডনে থাকেন, রাজা আতাউল মান্নান সাহেব জামা'তের মুরব্বী, তিনি বর্তমানে রাবওয়ার উকালতে তাসনিফে দায়িত্ব পালন করছেন আর রাজা মুহাম্মদ আকবরও এখানে অর্থাৎ ইংল্যান্ডেই থাকেন। খোদার ওপর গভীর তাওয়াক্কুলকারী এবং দোয়াগো ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার পুত্র লিখেন, তিনি যখন বাংলাদেশে ছিলেন তখন সেখানে একবার আগুন লেগে যায় আর আহমদীদের ঘরের কাছে পৌঁছে যায়। তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তোমার মসীহ্ মওউদ বলেছেন যে, আগুন আমাদের দাস, বরং দাসানুদাস। তাই এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। তিনি বলেন, আগুন সেই ঘরের দিকে আসে ঠিকই কিন্তু ঘরের একটি কোণা স্পর্শ করার পর সেখানেই থেমে যায় আর অগ্রসর হয়নি এবং আহমদীদের ঘর ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পায়।

উগান্ডায় যখন ছিলেন সেখানকার পরিস্থিতি গৃহ যুদ্ধের কারণে অবনতি মুখর থাকা সত্ত্বেও তিনি তবলীগের জন্য যেতেন। সেখানকার একটি ঘটনা রয়েছে, তবলীগের জন্য সকালে বের হয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসতেন। কোথাও অবস্থানের জায়গা ছিল না তাই কেবল পার্শ্ববর্তী জায়গায়ই যাওয়া সম্ভব ছিল। জামা'তে ইসলামের এক ব্যক্তি আসেন, সে তাকে কোন তবলিগী জামা'তের মুরব্বী মনে করে বলে যে, আমার কাছে একটা গাড়ী আছে, যার মূল্য চৌদ্দশ' ডলার। আপনি তা ক্রয় করুন। অবশেষে এগারশ' পঞ্চাশ ডলারে মূল্য নির্ধারিত হয়। জামা'তের আর্থিক অবস্থাও গাড়ি ক্রয় করার মত ছিল না আর রাজা সাহেবের নিজের অবস্থাও গাড়ি ক্রয়ের জন্য অনুকূল ছিল না। তিনি বলেন যে, ঠিক আছে। এরপর তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্ অর্থের কোন ব্যবস্থা করে দাও যেন আমি গাড়ি ক্রয় করতে পারি। কথা পাকাপাকি হয়ে যায়। আর এজন্য দোয়া করেন যে, নিজের চুলা এবং বিছানাপত্র রেখে যেন তবলীগের জন্য বেরিয়ে যেতে পারি আর তবলীগের সুবিধা হবে। তিনি বলেন যে, খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলেন, কেননা কথাও পাকাপোক্ত হয়ে গিয়েছিল আর কয়েক দিনের ভিতরই পয়সা দেওয়ার কথা ছিল। তিনি বলেন, একদিন পোস্ট বক্স খোলার পর তা থেকে একটা পত্র বের হয়, যা তার কোন শ্যালক কানাডা থেকে পাঠিয়েছেন। তাতে লেখা ছিল যে, আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনার সাড়ে এগারশ' ডলার প্রয়োজন রয়েছে। আমি জানি না আপনার প্রয়োজনটা কী। যাহোক, আমি সেই অর্থ পাঠাচ্ছি, আর একই সাথে সাড়ে এগারশ' ডলারের একটি চেক পাঠান। এমনই দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত আরো অনেক ঘটনা তার রয়েছে।

কুরআন করীম তেলাওয়াতের গভীর আগ্রহ ছিল তার। তিনি লিখেন, আমার পিতার বাসনা ছিল জলে এবং বায়ুমণ্ডলে কুরআন খতম করা, স্থলে তো বেশ কয়েকবার কুরআন খতম করেছেনই, সামুদ্রিক সফরেও তিনি কুরআনে করীম শেষ করার সৌভাগ্য লাভ করেন । উড়োজাহাজের সফর দীর্ঘ ছিল না, তারপরও যতটা পড়া সম্ভব হতো তিনি পড়তেন। তার ওয়াকফে জিন্দেগী পুত্র রাজা আতাউল মান্নান সাহেব যিনি জামা'তের মুরব্বী আর আজকাল রাবওয়ার ওয়াকালতে তাসনিফে কাজ করছেন তিনি বলেন, আব্বাজান আমাদেরকে সর্বদা দু'টো নসীহত করতেন, প্রথমত কখনও শিরক করবে না, দ্বিতীয়ত সর্বাবস্থায় আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আর তার নিজের জীবনও এই কথাগুলোর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করত। মায়ের প্রতি তাঁর সম্মান বা শ্রদ্ধাবোধের চিত্র দেখুন- তাঁর বোন লিখেন, আমার ভাই মায়ের প্রতি এতটা অনুগত ছিলেন যে, কোন কথা মা বার বার বললেও প্রত্যেকবার মায়ের কথা তিনি এমনভাবে শুনতেন যেন প্রথমবার শুনছেন। কখনও বলেন নি যে, আপনি আমাকে এই কথা পূর্বেই বলেছেন। তার পুত্রবধু জামা'তের মুরব্বী মান্নান সাহেবের স্ত্রী লিখেন, ১৮ বছর যাবৎ আমি এই বাড়ি থেকে বিশেষ করে বাবা-মা অর্থাৎ শ্বশুর শাশুড়ির পক্ষ থেকে কেবল ভালোবাসা, সম্মান এবং স্নেহই পেয়েছি। আমার মরহুমা মাকে রাজা সাহেব বলতেন, আমি আপনার মেয়েকে পিত্রালয় ভুলিয়ে দিব। তিনি বলেন যে, মেয়েরা কীভাবে পিত্রালয় ভুলতে পারে? তিনি বলেন যে, না, শ্বশুর বাড়িতে যদি বধূকে মেয়ের মত করে রাখা হয় তাহলে তারা পিত্রালয় ভুলে যায়। যাহোক, পুত্রবধুদের সাথেও গভীর স্নেহ এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রেখেছেন । তিনি আরো লিখেন, আব্বাজানকে আমি খোদা প্রেমিক, রসূল প্রেমিক, মসীহ্ মওউদের প্রেমিক এবং খলীফাদের প্রেমিক আর কুরআন এবং খেলাফতের প্রতি গভীর অনুরাগী ও আনুগত্যকারী, বিচক্ষণ, বিজ্ঞ পরামর্শদাতা এবং অত্যন্ত নম্র পেয়েছি। তার বিশেষ একটি গুণ ছিল প্রত্যেক মাসে একবার পুরো কুরআন পড়া শেষ করতেন। তার আত্মীয়স্বজনরাও লিখেছেন যে, আমরা দেখেছি আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তার চাহিদা পূরণ করতেন আর দোয়া যেভাবে যেভাবে

গ্রহণ করতেন তা ছিল অসাধারণ। যাহোক, একজন সফল মুরব্বী এবং মুবাল্লেগ ছিলেন। প্রশাসনিক দক্ষতাও ছিল। খেলাফতের প্রতি তাঁর সম্পর্ক আদর্শ স্থানীয় ছিল। তাঁর সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, খেলাফতের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল শিরার ন্যায়, যেভাবে শরীরের সাথে হৃৎপিন্ড স্পন্দিত হয় তেমনি খেলাফতের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। পাকিস্তানে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন তখনও এক অনুকরণীয় আনুগত্যের দিক তার মাঝে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, শুধু এজন্য যে খলীফাতুল মসীহ্ আমাকে নিযুক্ত করেছেন আর তাঁর প্রতিনিধি এজন্যই তাঁর আনুগত্য করতে হবে। যাহোক, একজন আদর্শ স্থানীয় মানুষ ছিলেন তিনি। এমন মানুষ পৃথিবীতে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় রহমতে সিক্ত করুন আর তার সন্তানসন্ততিকেও তাঁর পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। বহুগুণাবলীর আধার ছিলেন, গরীবদের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। যেসব মুরব্বীদের সাথে কাজ করেছেন তাদের মধ্য থেকে অনেকেই আমাকে লিখেছেন যে, তাদের প্রতি যত্নবান এবং তাদের চাহিদা মোচনের চেষ্টা করতেন।

এছাড়া দু'জন শহীদের নামাযে জানাযাও হবে। জামা'তী কারণে যদিও তারা শহীদ নন কিন্তু যাহোক, তাদের দোকানে ডাকাতি হয় আর তাদেরকে সেখানেই ডাকাতরা গুলি করে শহীদ করে। এদের একজন হলেন মুবিন আহমদ শহীদ সাহেব, পিতার নাম মাহবুব আহমদ সাহেব আর দ্বিতীয়জন হলেন মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ সাহেব, পিতার নাম হলো লিয়াকত আলী সাহেব। গত ৭ই জুলাই ২০১৮ তারিখে দুপুর প্রায় তিনটার দিকে করাচীর শিল্প এলাকা ভিটাচক চৌরঙ্গীতে ডাকাতরা তিনজন আহমদী যুবক মুবিন আহমদ সাহেব, পিতা মাহবুব আহমদ সাহেব এবং জাফরুল্লাহ সাহেব ও মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ্ সাহেবকে গুলি করে আহত করেছিল। এরফলে মুবিন আহমদ সাহেব এবং জাফরুল্লাহ্ সাহেব শাহাদত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাদের ইলেকট্রনিক্সের দোকানে ডাকাত এসেছিল। তারা যেহেতু বাধা সৃষ্টি করছিল তাই ডাকাতির পাশাপাশি তাদের ওপর গুলিও ছোড়ে আর তাদেরকে শহীদ করে।

মোকাররম মুবিন আহমদ সাহেব, পিতা মাহবুব আহমদ সাহেব, তাদের বংশে আহমদীয়াত আসে তাদের বড় দাদা জনাব চৌধুরী আলাদাদ সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ১৯৪০ সনে তার বড় ভাই আব্দুল আযীয পাটওয়ারী সাহেবের মাধ্যমে বয়আত করেন। বয়আতের পর তার সন্তানরা বিরোধিতা আরম্ভ করে। ঘরে তার জন্য পৃথক একটা জায়গায় নির্ধারণ করে দেয়। তার বিছানা এবং বাসনপত্র পৃথক করে দেওয়া হয়। তিনি ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব আলী মোহাম্মদ সাহেব জামা'তের ঘোর বিরোধী ছিলেন আর আহমদীয়া জামা'তের বিরোধী আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারীর মুরীদ ছিলেন। আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারী জামা'তের ভয়াবহ বিরোধী ছিল। দেশ বিভাগের সময় আতাউল্লাহ্শাহ বুখারী যখন কায়েদে আজম সম্পর্কে অশোভনীয় কথা বলে, কাফেরে আজম বলে, অনুরূপভাবে মুসলিম লীগ সম্পর্কেও আজেবাজে কথা বলে তখন তার দাদা তাকে পরিত্যাগ করেন। উপমহাদেশের বিভাজনের পর যখন পাকিস্তান ও ভারত গঠিত হয়, জামা'ত যখন হিজরত করে লাহোর আসে তখন তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হিজরত সংক্রান্ত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করতে দেখে জামা'তের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর এই পরিবার নওয়াবশাহ্ স্থানান্তরিত হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর সিন্ধু সফরকালে শহীদ মরহুমের দাদা রেলওয়ে স্টেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-কে যখন দেখেন আর হুযূরের চেহারা দর্শন করেন তখন তিনি বলেন যে, এই চেহারা কখনও মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না। এরপর তিনি বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন।

মুবিন আহমদ সাহেব বি.এ-এর ছাত্র ছিলেন। শাহাদতের সময় মরহুমের বয়স ছিল ২০ বছর। মুবিন আহমদ সাহেব উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কোমল প্রকৃতি সম্পন্ন, নিষ্ঠাবান এবং সুদর্শন যুবক ছিলেন। পাঁচ বেলার নামায রীতিমত পড়তেন। ঘরে সবার প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। শহীদ মরহুম জামা'তী কাজেও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন এবং খুবই কর্মঠ খাদেম ছিলেন। জামা'তী কাজের জন্য নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে দিতে হলেও ভ্রুক্ষেপ করতেন না। শহীদ মরহুম ওসীয়্যতও করেছিলেন। আর তার মিসাল নম্বরও এসে গিয়েছিল, আশা করা যায় তার ওসীয়তও গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ্। পাড়ার লোকদের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, ছোট বড় যারাই এসেছে সবাই তার প্রশংসা করেছে। মুবিন আহমদ সাহেব একই ঘটনায় শাহাদতবরণকারী দ্বিতীয় খাদেম মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের ফুপাত ভাই ছিলেন। শোক সন্তপ্ত পরিবারে পিতা মাহবুব আহমদ সাহেব, মাতা আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা ছাড়াও বোন মুবিনা মাহবুব, যার বয়স ২৩ বছর, কানজা মাহবুব, যার বয়স ১৬ বছর আর ১৩ বছর বয়স্ক ভাই আমীন আহমদকে রেখে গেছেন।

দ্বিতীয় শহীদ হলেন মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ সাহেব, পিতা লিয়াকত আলী সাহেব, এই ঘটনায় তার গায়ে তিনটি বুলেট লাগে, যার ফলে তার উভয় কিডনী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অপারেশন করা হয়, অপারেশন সফলও ছিল কিন্তু এরপর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। পুনরায় ডাক্তাররা অপারেশনের সিদ্ধান্ত করে কিন্তু রাতেই অর্থাৎ অপারেশনের এক রাত পূর্বেই ইন্তেকাল হয়। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাদের বংশেও তার বড় দাদা জনাব গোলাম দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের আগমন হয় যিনি গুরুদাসপুরের অধিবাসী ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী হযরত আব্দুল আযীয পাটওয়ারী সাহেবের ক্ষেতে কাজ করতেন। তিনি একদিন তাদের সাথে কাদিয়ান যান এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে সাক্ষাতের পর বয়আত করেন।

শহীদ মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ সাহেব ১৯৯৩ সনের অক্টোবর মাসে করাচিতেই জন্ম গ্রহণ করেন। অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী খাদেম ছিলেন। চেহারায় সব সময় মৃদু হাসি লেগে থাকত। উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে জামা'তের কাজে অংশ নিতেন। মরহুম খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিভিন্ন পদে বিভিন্ন অবস্থায় দায়িত্ব পালন করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মুসী ছিলেন। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ২৫ বছর। তার ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনের মাঝে রয়েছেন তার পিতা লিয়াকত আলী সাহেব আর মাতা নাসীরা বেগম সাহেবা। এছাড়া তার পাঁচ ভাই রয়েছেন। তারা হলেন ওয়াজাহাত আহমদ, যার বয়স ৩৩, মনসুর আহমদ, যারবয়স ৩১, মুসতানসের আহমদ, যার বয়স ২৮, সুজা আহমদ, যার বয়স ২৭ এবং হাফেজ মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ্, যার বয়স ২৪ বছর।

এই ঘটনায় তৃতীয় আহত ব্যক্তি হলেন হাফেজ নাসরুল্লাহ্ সাহেব,যিনি মরহুমের ভাই ছিলেন। তার অপারেশন হয়েছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও দ্রুত এবং পূর্ণ আরোগ্য দান করুন, আর মরহুমদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য্য এবং দৃঢ় মনোবল দান করুন।

*****❖*****❖*****❖*****

17- اَلْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ

(ডান দিকে অবস্থানকারীর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য)

কিছু অধিকার রয়েছে যে ক্ষেত্রে মজলিসে ডানদিকে অবস্থানকারীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন। যেমন, খাদ্য পরিবেশন, পরামর্শ চাওয়া ইত্যাদি।

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। এটিকে যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়গুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

২ পাতার পর...

অর্থ হল, তার শিক্ষা মেনে চলা, মানুষকে রীতি-রেওয়াজ ও এবং চিন্তাধারার পথে পরিচালনা করা নয়। সমস্ত নবীর আবির্ভাব হয়েছে আধ্যাত্মিক অধঃপতনের যুগে। বর্তমানেও একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। আমরা পৃথিবীর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি। আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

আমার মনে সহানুভুতি রয়েছে আর আমি কারো নিন্দা করি না। আমি কোন কাজকে অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখি, ব্যক্তিকে নয়, সে চোর হোক বা খুনি। তাই না আমি কোন কাজকে ঘৃণা করি, না কোন ব্যক্তিকে। এই কারণে আমি দোয়া করি যাতে সে পরিবর্তন আনতে পারে এবং তওবা করে। এটিই আমার ধর্ম।

P4 Malmohus রেডিও চ্যানেল ১৩ ই মের সম্প্রচারে বলে-

(এই চ্যানেলটি মালমো এবং আশপাশের এলাকায় সম্প্রচার করে থাকে। এছাড়াও এর অনলাইন প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। হুযুর আনোয়ারের সফর এবং মসজিদের উদ্বোধন সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হয় যার মূল অংশ নীচে দেওয়া হল।)

আমাদের নীতিবাক্য-'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'।

আজ জামাত আহমদীয়া সুইডেন তাদের দ্বিতীয় মসজিদ উদ্বোধন করল যার নাম হল মসজিদ মাহমুদ।

জামাত আহমদীয়া সুইডেন একটি ছোট ফির্কা যার সদস্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার এবং সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে এরা সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য।

আহমদীদের মতে তাদের জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ মুক্তিপ্রাপ্ত ফির্কা। এই কারণে ফির্কাটি বিরোধীতার শিকার হয়।

মিম্বারে খলীফা দাঁড়িয়ে জুমার খুতবা প্রদান করেন আর এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টিভির মাধ্যমে সারা বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে সম্প্রচারিত হয়েছে।

অনলাইন পত্রিকা মালমো-২৪ ১৪ই মে-র প্রকাশনায় লেখে-

সকলের প্রিয় খলীফা মালমো সফরে। বিশ্ব যুদ্ধ সন্নিকটে।

১৬ বছরের অপেক্ষার পর Elisedal এ অবস্থিত মসজিদ মাহমুদের উদ্বোধন হল। মালমো-২৪ এই সুযোগে জামাত আহমদীয়ার বিশ্ব নেতা মির্যা মসরূর আহমদের সঙ্গে কথা বলে।

নতুন মসজিদে নিরাপত্তারক্ষীদের বিরাট বাহিনী দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হয় যখন আমরা জুমার দিন দুপুরে সেখানে পৌঁছাই। সর্বত্র costume পরিহিত ব্যক্তিদেরকে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। আমরা যোগাযোগ করার পর একটি-দুটি কল করা মাত্রই আমরা ভিতরে আসার অনুমতি পাই। প্রথম ঐতিহাসিক জুমা এই মাত্রই শেষ হয়েছে আর এখন আমাদেরকে সেই কামরায় নিয়ে যাওয়া হল যেখানে আহমদীদের সর্বোচ্চ নেতা খলীফা মসরূর আহমদ বিদ্যমান ছিলেন।

খলীফার জন্ম পাকিস্তানে, কিন্তু তিনি কয়েক বছর যাবৎ লন্ডনে বসবাস করছেন। উদ্বোধনের কয়েক দিন পূর্বেই তিনি মালমোতে এসেছেন। এই শহরের মনোরম দৃশ্য তাঁর পছন্দ হয়েছে।

মির্যা মসরূর আহমদ বলেন: এটি একটি সুন্দর স্থান আর বাইরে গিয়ে জামাতের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আমার ভাল লাগে। আমি ধারণা করতে পারি নি যে, বাইরে থেকে এত মানুষ এখানে আসবেন।

নিঃসন্দেহে মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। নামাযের জন্য ভিতরের বড় হলঘরটি যথেষ্ট মনে হচ্ছিল না। মালমোতে মসজিদের উদ্বোধনের জন্য এখানে উপস্থিতবর্গের অধিকাংশই উত্তর ইউরোপ থেকে এসেছিলেন। ১২০০ নামাযীদের মধ্যে কিছু মানুষকে অস্থায়ী নামাযগাহে নিয়ে যাওয়া হয় যেটি সাধারণত মসজিদের পার্কিং হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুইডেন জামাতের সদস্য সংখ্যা কেবল এক হাজার। এই দেশে জামাতের দুটি বড় মসজিদ রয়েছে। (যাদের মধ্যে প্রথম মসজিদটি নির্মিত হয় ১৯৭৫ সালে আর এটি গোথানবার্গে অবস্থিত।)

মির্যা মসরূর আহমদ বলেন: আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল স্রষ্টার ইবাদত করা আর এর জন্য একটি স্থান থাকা আবশ্যক। স্থানীয় জামাতের কুরবানীর দৌলতে মসজিদ নির্মাণ সম্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে লোলিওতেও আরও একটি মসজিদ হবে।

২০০৩ সালে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মির্যা মসরূর আহমদ সারা বিশ্বের সফর করেছেন এবং বড় বড় বিশ্ব-নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তিনি এক কোটিরও বেশি সদস্যের নেতা। তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও ভাষণ দিয়েছেন। মালমো সফরের পর তিনি স্টকহোম রওনা হবেন যেখানে তিনি পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্যদের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি খলীফা হিসেবে ধর্মীয় উগ্রবাদের কঠোর নিন্দা করে আসছেন, যা তাঁর মতে বিশ্ব-শান্তির জন্য একটি ক্রমবর্ধমান বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

খলীফা বলেন: জামাত আহমদীয়ায় আমাদের 'মোটো' হল 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমি এই সমস্যাগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছি। যদি বিশ্ব-নের্তৃবর্গ এই পরিস্থিতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে না আনে তবে অচিরেই আমাদেরকে আরও একটি বিশ্ব-যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। দেখতে হবে যে, ইউরোপিয়ানদের মধ্যে কেন এত বেশি সংখ্যক মানুষ উগ্রবাদের সমর্থকে পরিণত হয়ে দায়েশ এবং অন্যান্য উগ্রবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

২০০৮ সালের আর্থিক মন্দার পর লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করে দেওয়া হলে আমার মতে যুবকদের কট্টরবাদের সমর্থক হওয়া অনেকাংশে হ্রাস পেতে পারত।

তাঁর মতে সুইডেনেও শরণার্থীদের বিষয়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছুটা অপরিণামদর্শীতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

খলীফা বলেন: পৃথিবীর কোনও দেশই শরণার্থীদের স্বীকার করতে পারে না। আমার মতে এর চেয়ে যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশগুলি সংলগ্ন অঞ্চলে শিবির তৈরী করাই শ্রেয়। এরা যদি সুইডিশ সমাজের উপকারে আসে, তবে অবশ্যই তাদের গ্রহণ করা হোক। কিন্তু তার সঙ্গে সতর্কও থাকাও জরুরী এবং এটিও সুনিশ্চিত করা উচিত যে, যাদেরকে গ্রহণ করা হচ্ছে তারা শরণার্থী ছাড়া অন্য কেউ নয়।

মির্যা মসরূর আহমদ উগ্রবাদের বিরুদ্ধে নিজের কাজের প্রয়োজনে সারা পৃথিবী ব্যাপী সফর করেন আর তাঁর কাজ গোটা বিশ্বেই সমাদৃত হয়ে আসছে।

খলীফা বলেন: আমার মতে এটি (সমকামিতা) একটি সমস্যা যা কেবল কিছু মানুষকেই আক্রান্ত করেছে। তাই কেন জনসমক্ষে এ নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে? আমি কেবল ইসলামের শিক্ষার অনুসরণ করি। আমাদের মতে কুরআন করীম শেষ (ঐশী) গ্রন্থ যার মধ্যে পারিবারিক বিষয়াদি থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক- এসব কিছুই বর্ণিত হয়েছে। নীতি বদলের কোন কারণ নেই।

আপনি কি নারীবাদী (Feminist) নামে অভিহিত হবেন?

খলীফা বলেন: নারী হোক বা পুরুষ, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, আমরা সকলকে সম্মান করি এবং সমানাধিকার দিয়ে থাকি। এরপর আপনার ইচ্ছা, আপনি আমার সম্পর্কে কোন বিশেষণ ব্যবহার করতে চাইবেন।

২০ শে মে, ২০১৬ (শুক্রবার)

সুইডিশ ন্যাশনাল টেলিভিশন sverges television vast -এর এক সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)- এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি জুমার পর কি করবেন?

হুযুর বলেন: আমি যেখানেই যাই জামাতের সদস্যরা সাথে থাকে। আমি জামাতের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত করব। সন্ধ্যায় বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত করব। এছাড়াও কিছু অফিসিয়াল কাজও রয়েছে।

সাংবাদিক বলেন: গোথানবার্গ শহরের বিষয়ে আপনার মতামত কি?

হুযুর বলেন: সুইডেন জামাতের একটা বড় অংশ গোথানবার্গে থাকে। এই কারণেই আমি গোথানবার্গে এসেছি।

সাংবাদিক বলেন: আমরা যে সমস্যাবলীর সম্মুখীন সেগুলির মধ্যে উগ্রবাদও একটি। এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

হুযুর বলেন: ইসলামকে উগ্রবাদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হচ্ছে। অন্যথায় ইসলামের মধ্যে উগ্রবাদের কোন স্থান নেই। যতদূর ধর্মের প্রসঙ্গ, কুরআন অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে যে, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। এবিষয়ে কোন জোরজবরদস্তি নেই। যতদূর রসূলের অবমাননা এবং কুরআনের অবমাননার প্রশ্ন, রসুলে করীম (সা.)-এর যুগে এ বিষয়ে কোন আইন তৈরী হয় নি। অনুরূপভাবে যতদূর ধর্মচ্যুতির সম্পর্ক, এবিষয়ে কুরআন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, ধর্ম অবলম্বনের বিষয়ে মানুষ স্বাধীন। মানুষ ইসলাম গ্রহণ করুক বা গ্রহণ করুক, এটি তার ইচ্ছা। অতএব বর্তমানে উগ্রবাদীরা যা কিছু করছে তার সঙ্গে ইসলামী শিক্ষার কোন সম্পর্ক নেই। একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আমি পূর্বেও বলেছি, যারা এমন কাজ করে

তাদেরকে প্রলোভন দেওয়া হয় যে, এমনটি করলে তোমরা জান্নাতে যাবে। কিন্তু ইসলাম বলে, তুমি যদি একজন নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা কর, তবে জান্নাতে নয়, বরং জাহান্নামে যাবে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার মতে এর কারণ কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এর কারণ ধর্ম নয়। এর কারণ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ।। মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে সরকারের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে যার প্রতিক্রিয়ায় বিদ্রোহী সংগঠন তৈরী হয় আর এই বিদ্রোহীদের নিয়েই উগ্রবাদী দল অস্তিত্ব লাভ করে। এরপর তারা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে।

সাংবাদিক বলেন: আপনি নিজের সুইডেন সফরকে সংক্ষেপে কিভাবে বর্ণনা করবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একথাই বলব যে, সুইডেনে আমি অনেক আনন্দ পেয়েছি। মালমোতে আমরা সুইডেনের দ্বিতীয় মসজিদের উদ্বোধন করেছি। এরপর স্টকহোম গিয়েছিলাম যেখানে কিছু শিক্ষিতশ্রেণী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাত করি। এখন গোথানবার্গ এসেছি। এখানে সুইডেনের প্রাকৃতিক দৃশ্য ভ্রমণ যদিও করি নি, কিন্তু এখানে অবস্থানকালে অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি যা খুব উপভোগ্য ছিল। সাক্ষাতকারের শেষে সাংবাদিক হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সুইডেনের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বৈঠক।

সন্ধ্যা ৬টার সময় সুইডেনের ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বৈঠক আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার দোয়া করানোর পর প্রশ্ন করলে জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবা উত্তর দেন, আমাদের ৯টি মজলিস রয়েছে আর সমস্ত মজলিস রিপোর্ট পাঠায়। এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার বলেন, বাহ! খুব efficient।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, এই মজলিসগুলিকে তাদের রিপোর্টের উত্তর দেওয়া হয়? এর উত্তরে সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, ন্যাশনাল সেক্রেটারী এবং সদর সাহেবার সঙ্গে আলোচনা করে উত্তর দেওয়া হয়। হুযুর বলেন, সদর সাহেবা নিজের মজলিসগুলির সঙ্গে যেন নিজেও সম্পর্ক রাখেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার তরবীয়ত সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করেন যে, নভেম্বর থেকে ৬ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, তরবীয়তের বিষয়ে কি কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন? আপনারা কোন কোন লক্ষ্য অর্জন করেছেন?

এর উত্তরে সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, ত্রৈমাসিক সমীক্ষায় তুলনামূলকভাবে অগ্রগতি হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনাদের সংখ্যা কত? আপনি কি যাচাই করেছেন যে, কতজন লাজনা নামায পড়ে, কুরআন শরীফের তেলাওয়াত করে এবং খুতবা শোনে। সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, খুতবার মধ্যে তরবীয়তি বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলি তরবীয়তি কমিটির বৈঠকে আলোচনা করা হয় যে কিভাবে বাস্তবায়িত করানো যেতে পারে। সেক্রেটারী তরবীয়ত প্রতি মাসে নিজের সমস্যাবলী উপস্থাপন করেন যেগুলির সমাধানসূত্র বের করা হয়।

হুযুরে আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের ৬৬ জন লাজনা রয়েছেন এবং পঁচিশ বছরের উর্দ্ধে ২৭৭ জন লাজনা রয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সেক্রেটারী তাজনীদের কাজ হল শ্রেণী বিভাগ তৈরী করা। ১৫ থেকে ২৫ বছর, ৩০ থেকে ৪০ বছর এবং ৪০ বছরের উর্দ্ধে কতজন করে লাজনা রয়েছে। এছাড়াও ৪০ বছরের উর্দ্ধে কতজন শিক্ষিত লাজনা রয়েছে। ৪০ বছরের উর্দ্ধে লাজনাদের সংখ্য্য কম যারা এখানকার পাঠক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্জন করেছে।

খুতবা প্রসঙ্গে সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, লাজনারা নিজেদের মোবাইলে খুতবা শোনে এবং পরে তারা জানায় যে খুতবা শুনেছে।

হুযুর বলেন, আলফযলে খুতবার প্রশ্নোত্তর প্রকাশিত হয়। আপনারাও সেই রকমই তৈরী করুন কিম্বা সেখান থেকে সংগ্রহ করে সুইডিশ ভাষায় অনুবাদ করে বিলি করুন। অমুক হাদীস কি বিষয়ে ছিল, এর উত্তর অমুক। সেগুলি পড়ে নিন যাতে স্মরণ থেকে যায়। তারা শুনেছে কি জিজ্ঞাসা করে নিবেন। হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী তরবীয়তকে প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি নিশ্চিত যে, খুতবা শোনার সঠিক রিপোর্ট আসে? এর উত্তরে সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, আমরা তাদেরকে পুরো এক সপ্তাহ সময় দিই, এই সময়ের মধ্যে শুনলে যেন বলে দেয়। কিছু সদস্যা রবিবার সন্ধ্যায় উত্তর দেয়।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, তরবীয়তের জন্য কোন্ পুস্তক বা পুস্তকের অংশ পড়তে দিয়েছেন? এর উত্তরে সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, 'ওড়নি ওলিয়োঁ কে লিয়ে ফুল' এবং 'রসুমাত কে খিলাফ' শীর্ষক পুস্তক দুটি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) আমেলার সদস্যাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হাত তুলে বলুন যে, কতজন আমেলা সদস্যা খুতবা শোনেন। একথা শুনে সমস্ত আমেলা সদস্যারা হাত তোলেন।

সেক্রেটারী নাসেরাত হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে বলেন , নাসেরাতদের তাজনীদ ৫১।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তরবীয়তের পাঠক্রম কি? তিনি বলেন, লাজনাদেরকে 'মোটো' দিন ' আল হায়াও মিনাল ঈমান' এবং নাসেরাতদেরকেও এই 'মোটো' দিন।

নাসেরাত সেক্রেটারী বলেন, সুইডেনে নাসেরাতদের চাঁদাদাতাদের সংখ্যা খুবই কম। তারা ইজলাসে আসে ঠিকই, কিন্তু চাঁদা দেয় না।

হুযুর বলেন: এ বিষয়ে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করুন, যোগাযোগ রাখুন, মায়েদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। যদি মায়েদের সম্পর্ক থাকে তবে নাসেরাতদেরও থাকবে। ৯১ শতাংশ সদস্যা খুতবা শোনেন, অথচ সম্পর্ক নেই- এমনটি হতে পারে না। এই ৯ শতাংশের মধ্যে হতে পারে না। তাই কর্মসূচি তৈরী করুন, মাসে একটি-দুটি অনুষ্ঠান করুন। হুযুর আনোয়ার বলেন, নাসেরতাদের যাবতীয় বিষয়াদি নাসেরাত সেক্রেটারীর কাজ। নাসেরাতদের আমেলা গঠন করুন।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করলে নাসেরাত সেক্রেটারী বলেন, ছোটদের বার্গারের দাম ৩৫ ক্রোনার। হুযুর বলেন, ৩৫ ক্রোনারের হলে মাসে কি একটি বার্গারের এক-তৃতীয়াংশ দিতে পারবে না? আপনি নাসেরাতদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখুন। এই সমস্ত দায়িত্ব আপনার।

তরবীয়ত প্রসঙ্গে নাসেরাত সেক্রেটারী বলেন, তারা নতুন পাঠক্রম তৈরী করছেন। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনাদের বছর কি অক্টোবরে আরম্ভ হয় না। এর উত্তরে জানানো হয় যে, ইজতেমার পর মে মাস থেকে বছর আরম্ভ হয়। হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সারা পৃথিবীতে একটিই নিয়ম চলবে-অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ইজতেমা যখন খুশি করতে পারেন। নতুন সদর হলেও অক্টোবর থেকে কাজ করবেন। এভাবে অনিয়ম দেখা দেয়। অভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করুন। লাজনাদের আমেলা এবং আর্থিক বছর অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে একটি কেন্দ্রীয় স্থানে নিজের অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন এবং সদর নির্বাচন করুন। যে বছরে নির্বাচন নেই সেবছর এমনটি করার প্রয়োজন নেই। দু বছর অন্তর নিজেদের শুরার বৈঠকে সদর নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলবেন। ইজতেমার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইজতেমা যখন ইচ্ছা করতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: নাসেরাতদেরকেও পরিধান সংক্রান্ত 'ড্রেস কোড' দিন। মেয়েদেরকে দশ-এগারো বছরের পর থেকে লজ্জাশীলতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করুন। এগারো বছর বয়স থেকে এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করলে তাদের মনে এর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। স্কার্ফ গায়ে দাও বা লম্বা কামিয পর। তেরো বছরে কিছু কিছু মেয়ের স্কার্ফ দরকার হয়। সর্বপ্রথম লজ্জাবোধ তৈরী করার চেষ্টা করুন। এর জন্য মেয়েদেরকে কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত, হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি এবং খলীফাদের নির্দেশাবলী পাঠাতে থাকুন। স্বভাবিকভাবেই এর প্রভাব দেখা দিবে। বড় হয়ে যাওয়ার পর তরবীয়ত করলে প্রভাব পড়ে না। প্রকৃত বিষয় হল লজ্জাশীলতা তৈরী করা। আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির সংশোধন নিজে থেকেই হয়ে যাবে।

নাসেরাত সেক্রেটারী বলেন, আমাদের একটি মাসিক রিপোর্ট ফর্ম এবং ত্রৈমাসিক রিপোর্ট ফর্ম আছে। প্রতি তিন মাস অন্তর জরিপ করা হয়। হুযুর জিজ্ঞাসা করেন যে, কতজন নাসেরাত খুতবা শোনে?

এর উত্তরে নাসেরাত সেক্রেটারী বলেন, পঞ্চাশ শতাংশ নাসেরাত খুতবা শোনে। হুযুর সেক্রেটারী সাহেবাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, নাসেরাতদের খিলাফতের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক তৈরী করুন। এর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করুন।

ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সেক্রেটারী সাহেবা নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, লাজনারা খেলাধূলা করে, কিন্তু কতজন লাজনা এতে অংশ নেয়, সে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। হুযুর বলেন, খোঁজ নিন।

(ক্রমশঃ.....)

তাহরিক জাদীদ ও খুদ্দামুল আহমদীয়া

সঙ্কলক-মৌলবী খূরশীদ আহমদ আনওয়ার (মূল-উর্দু)
অনুবাদ-মোরতোজা আলী (শেষ ভাগ)

স্বর্গ রাজ্যের সুরকার:

ইং১৯৫৩ সালে ভারত বিভাজনের পর কু-খ্যাত যুগে আহরার মুভমেন্ট 'তাহাফুযে খতমে নবুয়ত' নামে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে জঘন্য হুলস্থূল কাণ্ড ঘটিয়ে দিল। উগ্রপন্থী ও রক্তাক্ত হাঙ্গামার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান সরকারের কাছে আহমদীদের অ-মুসলিম সংখ্যালঘু স্বীকৃতিদান ও বড়বড় সরকারী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জোরাল দাবী করল। হুযুর (রা.) ইং ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সাল রাবওয়াতে জলসা সালানার শেষ অধিবেশনে সমবেত আনসার, খুদ্দাম ও লাজনাদেরকে সম্বোধন করে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বললেন-

" এখন খোদা তা'লার ঢাক মেতে উঠেছে। আর তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে, হ্যাঁ তোমাকে খোদা তা'লা এই নওবতখান (বাদ্যযন্ত্রঘর) বাজাবার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। হে স্বর্গ রাজ্যের সুরকারগণ, হে স্বর্গরাজ্যের সুরকারগণ!!! একবার এই ঢাককে প্রচণ্ড বেগে বাজাও যেন জগৎবাসীর কান ফেটে যায়। আর একবার নিজ হৃদপিণ্ডের রক্ত এই শিঙ্গায় ভরে দাও, আর একবার নিজের হৃদপিণ্ডের রক্ত এই শিঙ্গায় ভরে দাও। যেন আরশ (খোদার সিংহাসন) এর থামকে কাঁপিয়ে দেয় ও ফেরেস্তা (স্বর্গীয় দূত) রাও কেঁপে ওঠে। এইজন্য যে, তোমাদের হৃদয়বিদারক আওয়াজ নারায়ে তাকবীর, তওহীদ শাহাদত ধ্বনি দ্বারা খোদা তা'লা ধরাপৃষ্ঠে আসবেন। তারপর খোদা তা'লার রাজত্ব এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি তাহরীক জাদীদ প্রবর্তন করেছি। আর এই উদ্দেশ্যে আমি তোমাদিগদকে ওয়াকফ (আত্মোৎসর্গ) করার উপদেশ দিচ্ছি। সহজ ও সরলভাবে এসে খোদা তা'লার সৈন্যদলে যোগ দাও। মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ (সা.)-র সিংহাসন আজ খ্রীষ্টানরা ছিনিয়ে নিয়েছে। তোমরা খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে মোহাম্মদ (সা.) ঐ সিংহাসন খোদা তা'লার সম্মুকে উপস্থাপিত করবে। খোদা তা'লার রাজত্ব এই দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব আমি যা বলছি শোন, আমার পিছনে চল। আমি যা কিছু বলছি খোদাই বলছে এবং এ আমার আওয়াজ নয়। আমি খোদার আওয়াজ তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি। তোমরা আমাকে মেনে চল। খোদা তোমাদের সাথী হউন। খোদা তোমাদের সাথী হউন। তোমরা ইহলোকে ও পরলোকে সম্মানিত হও।"

(সায়রে রূহানী, পৃষ্ঠা: ৬১৯-৬২০)

বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে খুদ্দামদের কর্তব্য।

ইং ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানে তথাকথিত কওমি এসেম্বলির মাধ্যমে জামাত আহমদীয়াকে অ-মুসলিম স্বীকৃতি দিয়ে দেওয়া এবং ইং ১৯৮৪ সালে জেনারেল জিয়াউল হকের নির্দেশে প্রবর্তিত পাকিস্তান সংবিধান বিরোধী অত্যন্ত নৃশংস অর্ডিন্যান্স দ্বারা আরও একবার দেশের অভ্যন্তরে আহমদীদের বাকরোধ করার জঘন্য কাজ শুরু করল। যার কষ্টদায়ক ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত। পাকিস্তান ব্যতীত বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়াতে জামাত আহমদীয়ার উপর নির্মম অত্যাচার চলছে যা আজ গোপন নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এই চক্রকালকে আহরারীদের নিষ্ফল প্রচেষ্টা আখ্যা দিয়েছেন। তাহরীক জাদীদকে উল্লেখ করে বর্তমান কালের চাহিদা অনুযায়ী ত্যাগের মাত্রা বৃদ্ধি করে তার মধ্যে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করার প্রতি আহমদী নওজয়ানদের উপদেশ দান করেন। হুযুর (রহ.) অত্যন্ত অনিশ্চিত ও প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তান থেকে হিজরত (দেশত্যাগ) করার পর ইং ২৮শে জুলাই, ১৯৮৪ সালে মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়ার (ইউরোপে) বাৎসরিক সমাবেশে লন্ডনে বলেন, " এবারও কার্যতঃ আহরারীদের সময়। বাস্তবিকপক্ষে পাকিস্তানে যা কিছু হচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে যেভাবে Swan Song হয় পানকৌড়ির মরার আগে গান। এটা ইংরেজির একটি বাগধারা। যখন মরবার সময়, তখন উচ্চস্বরের গান গেয়ে মারা যায়। আমি অনুভব করছি যে এটা আহরারীদের Swan Song বাহ্যতঃ আহমদীয়াতের মৃত্যুগান গাইছে। আমি খোদার হলপ করে বলছি, তারা মরার গানই গাইছে যা তাদের মুখ থেকে বেরচ্ছে। এছাড়া আর কিছু নয়। কোন মা এমন সন্তান জন্ম দেয় নি, যা পূর্ব্বে দিয়েছিল, না আজ আর না ভবিষ্যতে দেবে, যারা আহমদীয়াতকে ধ্বংস করে দিবে। এই ধ্যান-ধারণা যদি কারও মাথায় থাকে, তবে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।

.....আমি সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে বড় সত্তা আর কিছু নেই। আপনি কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না, তিনিও আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। যে আন্দোলনে আপনি অংশগ্রহণ করবেন। সেটা মসীহ মওউদ (আ.) এর খলীফার আন্দোলন। এই আন্দোলন এত বড় আশীষপূর্ণ হবে, যা আপনি কখনও কল্পনা করেন নি। অতএব, 'তাহরীক জাদীদ' এর প্রাক্কালে কেউ ভাবতেই পারে নি। এই আন্দোলন বিরাট মহত্বলাভ ও ফলবর্তী হবে। ..... এই সময় জামাত বহুল পরিমাণে ও ব্যাপকহারে কুরবানীতে (ত্যাগে) অংশগ্রহণ করছে, অবশ্য ঐ যুগের ত্যাগের তুলনায় কম নয়। যেমন আহরার মুভমেন্ট-এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার জামাতের মধ্যে কল্যাণধারা বর্ষিত হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই আহরার মুভমেন্টে তেমনি বিরাট করুণাধারা আল্লাহ্ তা'লার জামাতে বর্ষিত হবে। যাহা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। কিন্তু আমি এই দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করাতে চাই যে, এই বিশ্রী অবস্থার প্রেক্ষিতেও মনের মধ্যে ত্যাগের আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে। মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া প্রস্তাব দিচ্ছে যে, আমাদের জান, মান, সম্মান সব কিছু প্রস্তুত। আনসাররাও বলছে আর লাজনাদের মনে একই আওয়াজ। আমি আপনাদের এই কথা বলতে চাই, ত্যাগ বাহ্যতঃ সাময়িক ভাবাবেগ যে প্রকারের হোক না কেন, ফলপ্রদ হয় না, যারা লম্বা যাত্রা করবেন। অতএব ত্যাগের মধ্যে এক স্থির সংকল্প থাকা উচিত। এরূপ কুরবানীর (ত্যাগের) আবেগ ও অভ্যাস সৃষ্টি হওয়া উচিত। যাহা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হয়ে যায়।

(সাপ্তাহিক বদর, কাদিয়ান, ২৩ শে আগস্ট, ১৯৮৪)

সারকথা ও বিশেষ নিবেদন:

আহমদীয়া জামাতের খলীফাগণ ও উচ্চ-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উপরিউক্ত জীবনদায়ী ও দুরদৃষ্টিসম্পন্ন উপদেশাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে জামাতের প্রত্যেক চেতনাসম্পন্ন সরল আহমদী নওজওয়ানরা সহজে বুজতে পারবে যে, তাহরিক জাদিদ ও মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া পরস্পর মেয়েদের কাঁচুলির মত। তাহরিক জাদিদের সফলতা খুদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে নিহিত। খুদ্দামুল আহমদীয়ার সফলতা তাহরিক জাদীদের 'প্রোগ্রাম' (অনুষ্ঠানলিপি) কার্যকরী সহজাত প্রবৃত্তি ধারণ করার মধ্যে রয়েছে। সুতরাং স্বেচ্ছাসেবী এবং দুঃসাহসী, বিজয়ী ও আবেগপ্রবণ সৈন্যদলের উপর অভিপ্রায় ও প্রত্যাশা নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) 'মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া'-র ভিত্তিস্থাপন করেন। সাম্প্রতিক অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ ও প্রতিকুল পরিস্থিতিতে আহমদী নওজওয়ানদের উপর তাহরিক জাদিদ 'জেহাদে কবীর' (মহান যুদ্ধ) এ পূর্ব্বের তুলনায় অধিকতর নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সাথে মালী কুরবানী (ধন-সম্পদ উৎসর্গ করা) আবেদন করছে। স্মরণ থাকে যে, তাহরিক জাদিদের উদ্দেশ্য জগতে খোদার রাজত্ব স্থাপন করা। এই জন্য খুদ্দামুল আহমদীয়ার প্রত্যেক সদস্যদের নিজ নিজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার যে তারা এই বৃহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনে কতটা অংশ গ্রহণ করেছেন?

অর্থত্যাগের মান:

প্রথম প্রথম তাহরিক জদিদের মালী কুরবানী অর্থত্যাগের মান কমপক্ষে পাঁচ টাকা করা হয়েছিল। যেটা তখনকার হিসাবে সাধারণ অঙ্ক ছিল না। হুযুর (রা.) পুনরায় কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর মাসিক আয়ের এক পঞ্চমাংশ মান-নির্ধারণ করলেন। যাহাহোক ইং ১৯৫৩ সালে দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (রা.) তাহরিক জদিদে উপস্থাপিত কুরবানীর (ত্যাগের) মান নিম্নোদ্ধৃত দুরকম ঘোষণা করলেন।

" যদি কোনও ব্যক্তি তার মাসিক আয়ের অর্ধেক দেয়। উদাহরণস্বরূপ যদি তার আয় একশো টাকা হয়, তাহলে সে পঞ্চাশ টাকা লেখাবে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে খুব ভাল কুরবানী করেছে। যদি সে এক মাসের পুরো বেতন অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয় একশোয় একশো লিখিয়ে দেয়, তাহলে আমরা বুঝব যে, সে অনেক কষ্ট করে কুরবানী করেছে। "

(জুমআর খুতবা, ইং ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৩)

সুতরাং হুযুর (রা.) এর নির্দেশ অনুযায়ী পুরাতন মান অর্থাৎ মাসিক আয়ের এক পঞ্চমাংশ বর্তমান কালে যথোপযুক্ত নির্ধারণ করা যেতে পারে না। তথাপি হযরত আবু বাকার সিদ্দিকক রা.) ও হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর পদানুসরণ করে সিদ্দীকী ও ফারুকী কুরবানী (ত্যাগ) উপস্থাপন করা জরুরী। অতএব স্বতঃপ্রবৃত্ত এই

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 16 Aug, 2018 Issue No.33

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আন্দোলন কয়েকদিক থেকে শ্রদ্ধা ও দুর্লভ সম্মান বাহক। এই বিরাট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা তাহরিক জদিদে উপস্থাপিত মান অনুযায়ী প্রতিটি মালী কুরবানীকে 'সদকায়ে জারিয়া' (যে দান দ্বারা জনসাধারণ সর্ব্বদা উপকৃত হয়) এবং তাহরিক জদিদের 'মুজাহেদিন' (ধর্মযোদ্ধা) দের উপস্থাপিত কুরবানীকে 'বদরী সাহাবাসম পূণ্যলাভের অধিকারী' আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই সমস্ত দানগুলি বিশেষ পুরস্কারস্বরূপ সুসংবাদ দান ঘোষণা করে বলেন, " তারা ভাগ্যবান যারা এই আন্দোলনে বেশি বেশি অংশ গ্রহণ করে থাকে। যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে তাদের নাম সসম্ভ্রমে চিরকাল জীবিত থাকবে। এইসব লোক খোদা তা'লার দরবারে বিশেষ সম্মানে ভূষিত হবে। যেহেতু তারা স্বয়ং কষ্ট করে ধর্মকে মজবুত করার জন্য চেষ্টা করেছে। খোদা তা'লা তাদের সন্তান-সন্ততিদের জামিন হবে। আর স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করতে থাকবে।"

(উনিশ সালা কিতাব, পৃষ্ঠা: ১৪)

হুযুর (রা.) আরও বলেন-

" এক্ষনে ধর্মের উন্নতি খোদা তা'লা আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত রেখেছেন। যেমন তিনি ধর্মের উন্নতির জন্য খলীফাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে থাকেন। সুতরাং যারা আমার কথা শুনবে, তারা জয়ী হবে। আর যারা শুনবে না তারা হেরে যাবে। যারা আমার অনুসরণ করবে তাদের উপর খোদার করুণাধারা প্রবাহিত হবে। যারা আমার পথ থেকে পৃথক হয়ে যাবে, তাদের জন্য খোদার করুণাধারা বন্ধ হয়ে যাবে।"

(পুস্তক, মালী কুরবানী)

কার্যনির্বাহক সংগঠনের প্রতি আবেদন:

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর সর্বব্যাপী এই নির্দেশাবলী আলোকবর্তিকা স্বরূপ। আমাদের প্রতি কর্মময় ও চিন্তনীয় আহ্বান করা হচ্ছে। সুতরাং তাহরীক জাদীদের আমি একজন স্বেচ্ছাসেবী কর্ম্মী হিসেবে ভারতের মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া কায়েদ ও যয়ীমগণকে নিবেদন করছি যে-

*তাহরিক জদিদ আর তার দাবিগুলির গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে জামাতের বন্ধুদিগের নিকট স্বার্থত্যাগ ও কুরবানীর প্রাণচঞ্চলতা সৃষ্টি করুন।

* রসুল করীম (সা.) -এর একটি হাদীস- সৎকাজ করার সমান, যে সৎকথা বলে।

* প্রতি বছর নভেম্বর মাসে হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.)-এর মুখ নিঃসৃত তাহরিক জদিদ এর পবিত্র ঘোষণা হওয়ার পর জামাতের স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু সবার কাছে থেকে 'ওয়াদা' (অঙ্গীকার) লেখান।

* হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) -এর 'আখেরী মেয়ার' (সর্বশেষ মান) অনুযায়ী প্রত্যেকে ওয়াদার একমাস বা কমপক্ষে আধমাস আয়ের সমতূল্য করা।

* জামাতের ক্রমাগত দৈনিক প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআনের আদেশ ' ফাসতা বেকুল খায়রাত' (দানে অগ্রবর্ত্তী হওয়া) অনুসরণে প্রতিটি ওয়াদা সংগতভাবে বৃদ্ধি করে নোট করা।

* তাহরিক জাদীদ দফতরে আওয়াল (প্রাথমিক কার্যালয়)-এর ধর্ম্মযোদ্ধাদের খাতা জীবন্ত করতে এবং পরবর্ত্তী দফতরের অন্তর্ভুক্ত করতে মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে পূণ্য প্রেরণের ওয়াদা নোট করুন।

* নওমোবাইন ও সদ্যজাত বাচ্চাদের তাহরিক জদিদ পঞ্চম দফতরে অন্তর্ভুক্ত করান।

* ওয়াদার তালিকা যে কোনও প্রকারে ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দফতরে ওকালত মাল তাহরীকে জদিদ কাদিয়ানে পাঠান।

* সমস্ত ওয়াদাকারীগণের নিকট থেকে পুরোপুরো আদায় করার দ্রুত চেষ্টা করুন।

আদায়কৃত টাকা-পয়সা সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ইনস্পেক্টর প্রতিনিধিগণ ও নিজ নিজ জামাতের সেক্রেটারী তাহরিক জ দিদ ও সেক্রেটারী মাল এর সাথে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও সহযোগিতা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের এই কর্তব্য পালন হতে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার 'তওফিক' (শক্তি-সামর্থ) দান করুন। এর প্রতিদানে অজস্র করুণা, আশীষ ও কল্যাণের অধিকারী করুন। আমীন।

১ম পাতার শেষাংশ....

ধর্মবিধানের অবাধ্যাচারণকারী হয় তবে তাঁহার কাযা ও কদরের (নিয়তির) কোন না কোন ঐশী-শাসনের জোয়াল প্রত্যেকের স্কন্ধে ন্যস্ত আছে। অবশ্য মানব হৃদয়ের সততা ও অসততা অনুসারে গাফিলতি ও 'যিকরে ইলাহী' (ঐশী-চর্চা) জগতে পর্যায়ক্রমে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু খোদাতালার 'হিকমত ও মসলেহাত' (প্রজ্ঞা ও প্রয়োজন) ব্যতিরেকে এই জোয়ার ভাঁটা আপনা আপনিই সংঘটিত হয় না। খোদাতালা ইচ্ছা করিলেন যে, জগতে ইহা হউক, তাই তাহা সংঘটিত হইল। অতএব, ধর্মপরায়ণতা ও পথভ্রষ্টতার ধারা ও দিবা রাত্রির আবর্তনের ন্যায় খোদাতালার নিয়ম ও নির্দেশ অনাসারেই চলমান রহিয়াছে, আপনা আপনিতে নয়। এতদ্সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু তাঁহার ডাকে সাড়া দেয় এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করে। কিন্তু ইঞ্জিল বলে যে, পৃথিবী খোদাতালার পবিত্রতা হইতে শূন্য। ইহার কারণ ইঞ্জিলে উল্লেখিত প্রার্থনার পরবর্তী বাক্যে ইঙ্গিতস্বরূপ যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা এই যে, পৃথিবীতে এখনও খোদাতালার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; অন্য কোন কারণে নয়, রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণেই তাঁহার ইচ্ছা পৃথিবীতে তদ্রুপ কার্যকরী হয় নাই যেরূপ আকাশে কার্যকরী হইয়াছে। কিন্তু কুরআন শরীফের শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, কোন চোর, ঘাতক, ব্যভিচারী, কাফের, দুরাচারী, স্বৈরাচারী ও দুর্বৃত্ত জগতে কোন অন্যায় কার্য সাধন করিতে পারে না যে পর্যন্ত আকাশ হইতে তাহাকে তদ্রুপ করিতে স্বাধীনতা দেওয়া না হয়। সুতরাং কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে খোদাতালার রাজত্ব বিদ্যমান নাই? কোন বিরোধীর আধিপত্য কি পৃথিবীতে খোদাতালার আদেশ প্রচলনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে? 'সুব্হান আল্লাহ্'* কখনও নয়, বরং তিনি স্বয়ং আকাশে ফেরেশতাগণের জন্য ভিন্ন বিধি-বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন এবং পৃথিবীতে মানবের জন্য ভিন্ন। তিনি আপন ঐশী রাজত্বে ফেরেশতাগণকে কোনরূপ আধিপত্য দান করেন নাই বরং তিনি তাহাদিগকে আজ্ঞানুবর্তিতার প্রকৃতি দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিতেই পারে না এবং ভ্রম ও ত্রুটি হইতে তাহারা মুক্ত। পক্ষান্তরে মানুষকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু এই অধিকার আকাশ হইতে দেওয়া হইয়াছে সুতরাং দুষ্ট লোকের বিদ্যমানতায় একথা বলা চলে না যে, জগতে মানুষের উপর হইতে খোদাতালার আধিপত্য লোপ পাইতেছে, বরং সর্বাবস্থায় খোদাতালারই আধিপত্য বিদ্যমান ও কার্যকরী আছে। হ্যাঁ, বিধান কেবল দুই প্রকার। আকাশের ফেরেশতাগণের জন্য কাযা ও কদরের (নিয়তির) এক বিধান হইল এই যে, তাহারা অন্যায় করিতেই পারে না। অপরটি হইল পৃথিবীর মানবের জন্য আল্লাহতালার কাযা ও কদরের বিধান। তাহা হইল এই যে, আকাশ হইতে তাহাদিগকে পাপ কার্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু যখন তাহারা খোদার নিকট শক্তি প্রার্থনা করে অর্থাৎ এস্তেগফার করে তখন রূহুল কুদ্দুসের (পবিত্র আত্মার) সাহায্যে তাহাদের দুর্বলতা দূর হইতে পারে এবং তাহারা পাপে লিপ্ত হওয়া হইতে রক্ষা পাইতে পারে যেরূপভাবে খোদার নবী রসুলগন রক্ষা পাইয়া থাকেন। তাহারা যদি এই পর্যায়ের হয় যে, তাহারা পাপে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে এস্তেগফার তাহাদের এই উপকার সাধন করিবে যে, পাপের কুফল অর্থাৎ আযাব হইতে তাহারা রক্ষা পাইবে। কেননা আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন,খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ২৮-৩১)

ইমামের বাণী

"সেই প্রেম পরিহার কর, যা খোদার ক্রোধের নিকটবর্তী করে।" (আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৮)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir